

পল্লী চলো

Back to 'Village

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

প্রকাশক
শ্রীক্ষীবোদলাল দত্ত
কমলা বুক ডিপো
১৫, বার্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য দশ আনা মাত্র

গুজোকল্প
অনিলা চক্রবর্তী
নিউ মডার্ন আর্ট প্রিন্টার্স
৮৫-এ নিমতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

পশ্চিম বঙ্গে প্রথম বাঙালী
মহামাহিম মহিমাণব
মহামান্যবব শ্রীশ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচাৰ্য্যব
উদ্দেশ্য
এই আৰ্চনিক কব গ্রন্থখান সসম্মত ও শ্রদ্ধাসহকাৰে
উৎসর্গ কৰিলাম ।

বাংলা বাস
১৩১০ খ্রীঃ বঙ্গাব্দ
কলিকাতা

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

সন্নিবয়্য বিবেচন

আমাব বন্ধু-বান্ধব সকলে একবারেই বলিয়াছেন, শহবেব শিক্ষিত, পদস্থ ও ভদ্র ব্যক্তিবর্গ পল্লীগ্রামেব কথা বাণে তুলিবেন না। মিছা কেন পণ্ডশ্রম? তাঁহাদেব বাক্য শিবাধাৰ্য্য কনিয়া, আমি দলিত্র শ্রমিক মজদুর ও তাঁহাদেব ছোলপুলদেব সহিত মিতালী কনিলাম। বন্ধুগণ তাহাতেও খুশী নহেন, বলেন, পল্লীগ্রাম ত অবণ্য। অবণ্য বোদন কবাই বা কেন? আমরা যে দেশ ও যে জাতিব লোক সে দেশেব লোক বোদন চিগাভাস্ত। আমি কি তাহাব ব্যতিক্রম? অল্‌ ইণ্ডিয়া বেড্রিফাব বলিকাতা কেন্দ্র হইতে সে প্টহর মাসে “পাৰ্থসারথী” ‘পুবাানা ছবি’ নামে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং মওলানা আহমদ আলী সম্পাদিত দৈনিক “নবযুগ” পাত্রে ধারাবাহিকভাবে সে গুণি প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে জোড়া তালি দিয়া, সেলাই ও বিপুলক্ম কবিয়া পাঠক-পাঠিকাৰ কবকমলে অপিত হইল। পল্লীবিমুখ স্থলী সজ্জনর চিত্তে বেগাফন কবিত্তে পাৰিব এমত ভবসা কবি না, তবে বন কাটিয়া, জঙ্গল দাহ কবিয়া, নগর-নগরী নিৰ্ম্মাণে অধুনা অনেক শক্তি ও সজ্জতিশালী ব্যক্তিকে আগ্ৰহান্বিত হইতে দেখিতেছি। দুই একটি অদ্ভুতক্মা ‘ময়দানবে’ব পরিচয় আনাবও জানা আছে। বালিগঞ্জব ডাক্তার শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ তাঁহাদেব মাঝে একজন। যুগিষ্ঠিরেব অভিনব ও অভূতপূৰ্ব সজা নিৰ্ম্মাণেব যোগ্যতা এই ময়দানবেৰ আছে। কলিকাতার সন্নিবটবত্তী “রবীন্দ্রনগর” পত্রিকল্পনা সেই যোগ্যতারই জয়ন্তস্ত। অজ্ঞাতবাসে, বন ও বিজনে বাঘসিংহ আরও অনেক আছেন, আমার এমন বিশ্বাস। তাঁহাদেব কাহারও মনোযোগ আবৰ্ষণ কবিত্তে পাৰিলও পাৰিত্তে পাৰি, সেই ভবসায় এই দুঃসাহসিক পণ্ডশ্রম। পাঠক ও পাঠিকাৰ নিকট সাহুনয়ে প্রার্থনা, “পল্লী” শব্দ শুনিয়াই আতঙ্কিত হইবেন না। ‘পাৰ্থসারথী’ পৰিবলিত পল্লী-নগরীৰ পিতামহী।

আর একটি দুঃসাহসিক কাণ্ডেব পরিচয় পাঠক-পাঠিকা পাইবেন। “কারি ত বিয়ে তার তিন পুয়ে আলতা”। এই ত বই, তাই আবার

ମହାମାନ୍ୟ ଲାଟ ବାହାଦୁରର 'ଉଦ୍ଦେଶେ' ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରା ହইଲ । ବିନାହୁୟାଦିତେ ଏରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଓ ନାକି ଅପରାଧଜନକ । ଅପରାଧ ଲଗୁ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ଟେ ଲାଟ ବାହାଦୁରର 'ନାମେ' ଉତ୍ସର୍ଗ ନା କରିয়া 'ଉଦ୍ଦେଶେ' ଅର୍ଥ୍ୟ ନାନ କରା ହইয়াଛେ । ଜିଭୁବନେନ୍ଦ୍ର ମହାଦେବର ଉଦ୍ଦେଶେ ବେଳପାତା ତ সকଲେଇ ଦେୟ, ନିବାରଣ କରାର ପ୍ରଥା ନାହି, ନିବାରଣ କରିଲେଓ କେହ ଜୁନିବେ କି ? କିନ୍ତୁ କେନ ହେନ ହୁଃସାହସ ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିତେ ହইଲେ ଅଧିକତର ହୁଃସାହସର ଆଜ୍ଞୟ ଲହିତେ ହୟ, ତତଥାନି ଧୃଷ୍ଟତା ଆମାର ନାହି । ଇତି---

পল্লী চলো !

১

মহাত্মা গান্ধী ১৯১৭-১৮ সালে একবার সমস্ত ভাৰতবৰ্ষ ভ্রমণ কৰে'ছিলেন। গান্ধীজী তাঁৰ গুৰু লোকমাণ্ড তিলকক লক্ষ্য কৰি মত সমস্ত ভাৰতবৰ্ষ ঘূৰে দেশটাকে চিনে নিত বেবিষে'ছিলেন। মহাত্মা, তাঁৰ আগে, দক্ষিণ আফ্ৰিকায় থাকতেন, সেইখানে সত্যাগ্ৰহ কৰে'ছেন, ভাল কৰে ভাৰতবৰ্ষকে চিনতেন না, ভাল কৰে দেশকে জানতেন না। তাই তিলক মহাবাজ তাঁক দেশ ভ্রমণেৰ পৰামৰ্শ দেন। মহাত্মা গান্ধী এক বছৰ ধৰে ভাৰতবৰ্ষেৰ ছোট, মাঝাৰি ও বড় সহৰ, ছোট, মাঝাৰি এবং বড় গ্ৰাম ও গণ্ডগ্ৰাম ঘূৰে ঘূৰে দেখে গিয়ে, আমেদাবাদে ফিৰে, দেশেৰ লোকে পৰামৰ্শ দিলেন, “ব্যাৰ্ক টু ভিলেজ” — “গ্ৰামে ফিৰে চলো”। নিজেও একটা পল্লীগ্ৰাম বেছে নিয়ে আশ্ৰম কৰে বাস কৰতে লাগলেন। বোধ কৰি বা গান্ধীজী ভেবে'ছিলেন, তাঁৰ দেখা দেখি লোকে “ব্যাৰ্ক টু ভিলেজ” হৰে গ্ৰামে ফিৰে যাবে। কিন্তু হোল না। ‘মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়’ ধ্বনিতে আকাশ ফেটে চৌচিৰ হতে লাগলো কিন্তু একটা মানুষও গ্ৰামে ফিৰলো না।

আব একজন মস্ত মানুষ পল্লীগ্ৰামে শাল-মহুয়া-আম জাম-কাঁঠালৰ বাগানেৰ মध्ये একখানি আশ্ৰম গড়ে বসবাস কৰতে লাগলেন। শুধু ভাৰতবৰ্ষেৰ লোকই নয়, পৃথিৱীৰ প্ৰায় সমস্ত দেশ থেকে দলে দলে লোক বীৰভূম জেনাৰ বোলপুৰে শান্তিনিকেতন

দেখতে আসতে লাগলেন। কবি রবি ঠাকুরের আশ্রম তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল। কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী আর কি গরীব, শাস্তি-নিকেতন দেখে ধস্তা ধস্ত কবতে লাগলো; বলতে লাগলো, এমনটি হয় না, এমনটি আব দেখিনি। কিন্তু, হায়, একটি প্রাণীও তার নিজেব গ্রামে ফিবলো না।

কেন ফিবলো না? ফিবলো না, তাব অনেক কাবণের মধ্যে প্রধান কাবণ হচ্ছে, ম্যালেরিয়া বাক্সসীটা'ব ভয়। গেলেই বাক্সসীটা ঘাড মটকাবে। সত্যিকার ভয় আছে। খাবেই খাবে, সে ত জানাই আছে, তাই ফিরলো না। জলজ্যান্ত মানুষটাকে ধ'বে বাক্সসীটা খেয়ে ফেলবে, কে তা চাষ বলুন? আব একটা কাবণও ছিল, সে কাবণটা এখনও আছে। সেটি হচ্ছে এই: গ্রামে গিষে লোক খাণে কি? চাষ বাসেব অবস্থা ক্রমেই খাপাপ হয়ে আসছিল, জমির উর্বরবা শক্তি দিন দিন বমে যা'চ্ছিল, অ'গে যে জ'মিতে যে-পরিমাণ ফসল জন্মাত ক'তে ক'মতে এখন অর্ধেক হয়ে পড়ছিল, সেই অ'র্ধেক স্বস্থচ্ছাবব পো'বে ভাত ও প'ব'ব কাপড় হয় না। আর চাষেব কাজে যে কঠিন প'বিশ্রম কবতে হয়, ক্রমাগত বোগে-ভোগা ও আ'পেটা খো'য় দুর্বল হ'ব-পড়া দেহে তত কঠিন প'বিশ্রা করা সামর্থ্যে কুলোচ্ছিল না। অবিবান বৃষ্টিতে ভিজ্জে, এক হাঁটু কাদায দাঁড়িয়ে, কাঠ ফাটা বো'ড়ে মাঠে মাঠে ঘূবে কাজ ক'বে ক'বে ক্রমাগত অস্থ-বিস্থ বেড়েই চলেছিল, তাই জননী জন্মভূ'ম, পিতৃ-পিতামহেব কালেব বাসস্থান ও চৌদ্দ পুরুষের ভিটে ছেড়ে পালাতে লোকে পথ পাচ্ছিল না। মানুষ বাঁচলে তবে ত গাঙ্গোজীর কথা শুনবে। মরেই যদি গেল, তাহলে আব কি হোল।

ঐ গেল পল্লীগ্রামেব দশাই বলুন, আব দুর্দশাই বলুন—ঐ হচ্ছে খাঁটি ছবি। অমনি সেই সঙ্গে শহবেব ছবিটাও দেখুন। প্রথম কথা, শহরে সেই বাক্সসীটা নেই। আপনি আমি দু'দশ জন লোক হয় ত জানলেও জানতে পারি যে, শহবে, কলকাতার মত শহরেও ম্যালেরিয়া বাক্সসীটা আছে, কিন্তু বাইরে থেকে বারা আসছে

ভায়া দেখভো, র'ঙ্গুসীটা নেই। লোককে এবেলা এবেলা 'দে মুড়ি, মা দে মুড়ি—সে মুড়ি নয় মা, সে মুড়ি নয়—লেপ মুড়ি দে' কবতে হয় না; দাঁত মুখ খিঁচিয়ে কোং কোং ক'বে কুইনিন্ গিলতে হয় না; নাক-মুখ-চোখ সিঁট ক পাঁচন সিদ্ধ খেতে হয় না, মুখের বাড়া ভাত ফেলে কঁথা চাপা দিখে ছ' ছ' কাবে কাঁপতে হয় না; বাপ রে, মা'র গেলুম বে, মল্লগ বে ক'বে জাব ধুকতে হয় না,—তাদের কাছ শহর ত স্বর্গের সামিল মনে হবেই। তাব পর শহরে খাণ্ডাব বাবস্থাও খুব কষ্টসাধ্য বা কঠিন পশ্চিম মব ব্যাপার নয়। চাব পাশে মিল, চাব ধার কল, নানান কাবখানা অনেক অফিস—লেখা পড়া জানা লোকও চাকরী পাচ্ছ, লেগা পড়া জান-না যারা, তাদেরও চাকরী পাবার ভাবনা নেই। একটা না একটা কাজ জুটে যাচ্ছে। তাবা দেখলে, শহর অনেক ভাল। শহর ভিড় বাড়তে লাগলো।

সেই ভিড় বাড়াত বাড়াত আজাকব এই অবস্থা হয়েছে। শহর মানুষ জন যেন আর ধরছে না। কেবল নবমুণ্ড আর নর-মুণ্ড। আর ওদিকে বাঙ্গলাব পল্লীগাম শশান। সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বলে না, একটা শাঁক বাজে না। হাওয়াই জাহাজ চড়ে উড়ে যাবার সময় সাবা বিস্ফটাই মনে হয় ঘুগপুর্বা, তেমনি বাঙ্গলাব পল্লী গ্রামের কাছ দিয়া গেলও মনে হবে, প্রেতপুর্বা। প্রেতপুর্বাতে মানুষ থাকে না—প্রেতেবাই থাকে। মানুষ চোখে দেখা যায় না। ভূতেব ছায়া পড়ে না, তা ত আপনাবা জানেন। তাই মানুষ দু' দশজন থাকলেও দেখা পাওয়া যায় না, না থাকার সামিল।

যখন থেকে বাঙ্গলাব পল্লীগাম খালি হতে শুরু হাযছিল তখন থেকে যদি বাজা অর্থাৎ গভর্ণমেন্ট একটু সজাগ হ'তেন, তাহ'লে হয়ত পল্লীগাঁও প্রেতপুরী হোত না। গভর্ণমেন্ট দেখলেন, কিন্তু উপায় কবলেন না। তাঁদের পল্লী নিয়ে মাথা ঘামাবার দবকাব ছিল না। শহরকে বড় করাই ছিল তাঁদের কাজ। শহর বড় হ'লে, শিল্প বৃদ্ধি হবে; শিল্প বৃদ্ধি হ'লে গভর্ণমেন্টের পিতৃহুমি

অর্থাৎ কি-না বাপেব বাড়ীর—ইংলণ্ডের—জীনিগেভের জীবিকি হবে, বিলেভের কল কজার বিক্রি বাড়বে, বাণিজ্য বিস্তার হবে, গভর্নমেন্ট প্রাণ মন-ধন লাগালেন শহবেব দিকে। দেখতে দেখতে শহরগুলো ইন্দ্র-ভুবন হতে লাগলো। লোকে লোকাবণ্য। আলোর আলো, শোভায় শোভা, বাহাবে বাহাব, দিনে ভগবানের আলো, বাতে বিদ্যাতের আলো—শহবেব বাড় বাড়ন্ত দেখে কে ? আমাদেব সকলের চোখ যখন শহবেব শোভায় ধাঁধিয়ে যাচ্ছে, তখন পাড়ারগাঁ যে মবে ভূত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেছে তাব দিকে কাবও চোখ পড়লো না। অনেক বিলাস ও অতি কষ্টে যখন চোখ পড়লো, তখন পল্লীগ্রাম একেবাবে খতন হয়ে গেছে। কিছুই আব কববাব নেই। শুবু নিঃশ্বাস ফেলাত পাবা যায়—হায কি ছিলো। আর বসে বসে ভাবতেও পাবা যায় যে—হায কি হোলো।

আমবা ঠিক কবেছি, আমাদেব শ্রমিক মজদুব ভাইদেব নিষেই বাজলার পল্লীগ্রামেব দিকে যাত্রা কবাবা। শ্রমিক মজদুব ভাইরাই পৃথিবীর বাবুকী : তাঁবাই মাথায় কবে পৃথিবীটাকে ধাবণ ক'রে আছেন। তাঁ বা মন দিয়ে, নিষ্ঠা সহকাবে কাজ করলে পণ্য উৎপন্ন হয়, বাজারে জিনিষ পাওয়া যায়, জিনিষ পাওয়া গেলে জিনিষেব দাম সস্তা হয়, লোকের জীবন ধারণ সহজ হয়, মানুষ হাঁক ছেড়ে বাঁচে, সমাজ স্বস্তিব নিঃশ্বাস ফেলে, পৃথিবীর অবস্থ সহজ হয়ে আসে। এই অসীম শক্তিদেব শ্রমিক মজদুবদেব মন যদি সহবেব দিক থেকে বাজলার পল্লী-গ্রামেব দিকে ফেবাতে পাবা যায়, তাহলে বাজলার পল্লীগ্রাম আবার সেই পুরোনো দিনেব ছবি ফিবিয়ে পেতে পাবে। আবার গ্রামে গ্রামে মানুষেব কলরব শোনা যায় ; আবার মন্দিরে মন্দিরে কঁাসর ঘন্টার রব শুনতে পাওয়া যায় ; আবার মসজিদে মসজিদে আজানেব আওয়াজ উঠতে পারে। আবার গোলায় গোলায় চাল, মবাইয়ে মবাইয়ে ধান, পুকুরে পুকুরে মাছ, বাগানে বাগানে কল কুল, বেড়ায় বেড়ায় শাক-শজীর লতা দেখতে পাওয়া যায়।

আবার সেই ধান্ন বোপণেব গান, নবান্নেব গান, পিঠে পুলিব গান, ঘেঁটুর গান, মনসা ভাসানেব গান শুনতে পাই। মবা গান্দে বান ডাকে, শুকনো গাছে ফুল ফোটে, শুক লতা মুঞ্জবিত হয। আমরা বন কেটে বসতি বসাত পাবি, জঙ্গল কেটে চাষের জমি বাব কবতে পাবি, পচা পুকুর ও এঁদো ডোবা বৃজিয়ে নতন নতন ক্ষেত তৈরী কবতে পাবি। পুকুর গু'লাকে কাটিয়ে ঝালিয়ে সবোবর কবতে পাবি। সবোববেব কানায় কানায় নির্গল জল, জলেব ওপবে ভাসবে নানা জাতব, নানা বাঙ্গব ও নান' আকাবব পদ্ম, আর জলেব নী'চ লাজ নোড খেল বেড়াবে মাছ। বড বড মাছেব গুডুম গুডুম ঘাই শুনাল মান হাব বঝি কামান গর্জন কবছে, জল তোলাপাড হাচ্ছ। তা'হাল 'চলি খাতা বাঙ্গালী' জাহটা'ব মনে আনন্দ অব ধাব না। বাঙ্গালী মাছ খেতে পোল আর কিছ চায় না। এক টুকাবা মাছ দিঅ এক পাখব ভাত বাঙ্গালী তার উদর নামক অতল গহ্বাবে অনায়াসে প'টিয়ে দিতে পাবে। আমবা প্রত্যেকটি গ্রাম এঠে বকুম বড বড পুকুর কাটিবো। কতকগুলো বড পুকুর বাখাবা, যাতে মানুষ জন নামতে দোব না, তাতে কেউ চান কববে না, গা ধোব না, এমন কি পাও ধোবে না—থুতুও ফেশাবে না। সেই পুকুরখোলাব জল আমবা খাবো। অল্প পুকুরখোলায় চান কববো, গা ধোব, গরু-বাছুর নাওযাবো। কিন্তু খাবার জলেব যে সব পুকুর, তা'ত কাউকে নামতে দোব না, শিখিয়ে দেবো—“খবদাব”। গোটা কতক টিউব ওয়েল (টিপ্ কল ?) খোঁড়াতেও পারি, খাবার জলেব জন্তে, কিন্তু টিউব ওয়েলের দিকে বেশী নজব দিতে আমি চাই না ভাই। একে ত বিলিতি পাইপ টাইপগুলো এখন পাওয়াই যায় না, তাব ওপর টিউব ওয়েল আমাদের বাঙ্গালীদেব প্রধান খাছ মাছের জোগান দিতে পারবে না। মাছের চাষ যদি না হোল ত কি হোল ? মাছ না খেলে কখনও মাথা খোলে ? বাঙ্গালী গায়ে ‘আহবান’ করে সর্ধের ভেল মাখবে, ঝাঁপাই ঝুড়ে সাঁতাব কেটে পুকুরে

বা নদীতে স্নান করবে, মাছ দিয়ে গো-এঁাসে ভাত খাবে—তবে ত হবে বাঙালী।

এক মাস, দু' মাস, বড় জোব তিন মাস লাগবে, আশান পূরীকে আনন্দধাম করতে এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এই আনন্দ কানন গড়তে বিস্মিতে জিনিষ আনাতে ছুটতে হবে না। আমেরিকাতেও করযোড়ে ভিক্ষে করতে যেতে হবে না। কাবও দয়ার ভিথিবি হ'তে হবে না, কাবও কাছে হাত যেড করতে হবে না। আপনারা আর আনবা, এই দূয়ে হাত মেলালে ও এক মন হ'লেই কাজ হবে। তবে হ্যাঁ, আমাদের ভারত সবনাংব কাছ দ'টা তিনটি জিনিষ ধার চাইতে হবে। আমাদের নিজ দবই ত ভাবত সবকার, সেখান চাইতে লজ্জাও নেই, ভয়ও নেই, অনায়াস চাইবো এবং তাঁবাত বিনা ওজবে দেবেন। কি কি জিনিষ চাইবো, জানেন? শুধুন, তা'ও বলছি।

দু'টো একটা বুল্ ডোজাব, দু' একটা ক্যাবি অল, এই হোলেই আপাততঃ আমাদের কাজ চলে যাবে। আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হবে, মাটি কাটা, গাছ কাটা ও বাস্তা তৈরী, পুখ্ব কাটা—এই ক'টি কাজ। সেই কাজগুলোই জেগেই ঐ দু'টো কলেব জিনিষ আমাদের দবকাব। আমাব গবীর গুর্বেবা স্বভাতি ভাই বোনেবা যে চিবকাল কোদাল দিয়ে মাটি কাটবেন অংর কুলি হয়ে মাথায় ক'ব মাটি বইবেন, সে আমবা চাই নে, বিছুতেই না।

মহাত্মা গান্ধী বিশ বছর ধরে একাদিক্রমে বলে বেড়িয়েছেন যে, 'কৃষক মজদুর রাজ' প্রতিষ্ঠা করবেন। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'লেই বাম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে। বাম রাজ্য মনে আছে কি বুঝেছিল জানি না, আমাব মোটা বুদ্ধিতে আমি এই বুঝেছিলুম যে, বাম রাজ্যে গরীব লোকেরও অল্প কষ্ট থাকবে না, তার মাথা গোঁজবার ঠাইটুকুরও অভাব হবে না; তাকে হেঁড়া চিকুটি কাপড়

পরেও থাকতে হবে না, আব. তাকে নোংরা ও ছোট কোনও কাজ করতে হবে না। অল্প সকলের মত সেই গবীর হতভাগাও সমাজের একজন মানুষ বলে পবিচয় দিতে পাববে।

আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, আমাদের দেশে সার্বভৌম সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তব হবে বলে শুনেতে পাচ্ছি। সকলে এক, সকলে সমান, শ্রেণী ভাগ, স্তর ভাগ থাকবে না, বিভেদ ও বিভাগশূন্য সমাজই গড়ে উঠবে, এ'ও শুনেতে পাচ্ছি। তা যদি সত্যি হয়, তা হ'লে আমাদেরই গবীর ভাই-বোন আজও সেই আগের মত মাটি-কাটা কুলি, মাটি-ওয়া কুলির কাজ ক'রে মববেন কেন? মাটি কেটে ক'টা পয়সা মজুরী পাওয়া যায়? সেই ক'টা পয়সায় পেটের ভাত হবে? সেই ক'টা পয়সায় পবনের কাপড় হবে? মাথা গেঁজবার গোলপাতার চাটু হ'ব?

না, না, না,। আমাদের ভাই-বান্দব দিয়ে মাটি কাটা কুলির কাজ আমবা করাবো না। বিদেশী যতদিন বাজা ছিল, করিয়েছে করিয়ে ছ। বিদেশী যখন দূর হয়েছে তখন আব আমাদের আপন জনকে মাটি কেটে ঐ ক'টা পয়সা রোজগার করতে আমরা কিছুতেই দেবো না। সেই জ্ঞান আমি বলেছি, আমাদের ভারত গভর্নামেন্টের কাছে থেকে বুল ডোজাব আনাও, ক্যাবি অল্ চাইবো। বুল ডোজাব মাটি কাটবে, মাটি টানবে, জমি সমতল কব'ব, জমিতে মই দেবে, জমির ঢেলা ভাঙ্গ'ব, জমিগুলিকে চাষের উপযোগী করে দেবে, আমবা চাষের কাজ করবো। মন্ত্রণে যে জমি দশ দিনে চাষের উপযোগী করে, বুল ডোজাব একদিনে সে কাজ করে দেবে। কন্ট্রাক্টরের চুরি চলবে না, অফিসারের দুঃও বন্ধ হবে, তিন ফুট মাটি কেটে তেরো ফুটের বিল দাখিল ক'রে জুচ্চুবি ব'বে টাকা আদায় কবতে কেউ পারবে না। বুল ডোজার ক্যাবি অল্ যতখানি কাজ করবে, তার হিসেব সঙ্গে সঙ্গে কলের গায়েই লেখা থাকবে। তার সঙ্গে চুরী জুয়াচুরীটি চলবে না।

বড় বড় জঙ্গল, বুল ডোজার লাগিয়ে দাও—গোঁড়া মেরে বড়

বড় গাছ ফেলে মাগ্ন শেকড় পর্য্যন্ত উপড়ে জমি বার করে দেবে। ক্যারি অলুকে লাগিয়ে দাও, জঙ্গল, জলা, বন-বাদাড় সে সব সাফ করে দিয়ে যাবে।

এঁদো পুকুর, হাজা মজা ডোবা বোজাতে হবে? ওদের লাগিয়ে দাও, এক এক ঘণ্টায় এক একটা পুকুর বুজিয়ে সমতল করে ফেলবে।

পুকুর—সরোবর কাটতে হবে? বেশ ত, ওদের দুটি ভাইকে লাগিয়ে দাও না। পুকুর ত ছেলে মানুষ, বড় বড় দৌঘি কেটে দিয়ে যাবে। দৌঘি কেটে, তাব পাড সাজিয়ে, পাড়ে পাড়ে য'তে আমবা সুশাবি, নারকেল ও তাগের গাছ লাগাতে পারি, ঐ কল দুটো তাও কবে দি'ব যাবে।

ভাই, আমি একটি কথাও বাড়ি'ব বলছি নে। আমি ঐ বস্ত্র দৈত্য দু'টার কাজ নি'জব চোখে দেখেছি। দেখেছি আব হাঁ হয়ে থ বনে গে'ছ। তোমবা যদি যুদ্ধব সময়ে এয়ার ফিল্ড—হাওয়াই জাগজেব ঘাঁট তৈরী দেখে থাক, কিম্বা যুদ্ধর সময়কাব বাস্তা তৈরী করতে দেখে থাক, তাহলে আমি নিশ্চয় বলতে পারি থে, তোমবাও আমারই মত হাঁ হয়ে গেছ। ঐ দৈত্য দুটোকে দিয়ে যুদ্ধর সময়ে কত কাজই যে আমাদেরব এই বাঙ্গলা দেশে করিয়ে নেওয়া হয়েছিল সে আব বলে শেষ করা যায় না। সে দৈত্যগুলো ত আমাদের দেশেই আছে। কতকগুলো আছে, আমাদের . ভারতবর্ষে আর কতকগুলি আছে পাকিস্তানে। পাকিস্তানের লোক পাকিস্তান গভর্নমেন্টেব কাছে চায়, চাক্, না চায়, না চাক্। আমরা কিন্তু চাই।

তবে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের যখন ঝগড়া নেই—ভাবই আছে, তখন তাঁদেরও পরামর্শ দোব বৈ কি—চাইতে বলবো বৈ কি। অবশ্য চাওয়া না চাওয়া তাঁদের মজ্জি।

আমরা আমাদের পশ্চিম বাঙ্গলার লাট বাহাদুর-জীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারির কাছে গিয়ে বলবো—

মহাবাজ। ভাষ ক'ব, না, নির্ভয়ে ক'ব ?

লাটি বাহাদুর নিশ্চয় বলবেন, নির্ভয়ে ক'ব ।

আমবা বলবে, মহাবাজ, আমবা আমাদের পল্লীগ্রাম গড়বো । আমাদের জন্ম আশনি ঐ বুল ডে'জাব ও ক্যাব' অন্ নামে যন্ত্র দানব দু'টো আনিষে দিন । আব আনিষে দিন, দু' দশজন সৈন্য সামন্ত । তা'বা এসে ঐ যন্ত্রগুলো চাপাবার কাজ আমাদের শিখিষে দিষে যাবে । তাদের আমবা বেণী দিন আটকে রাখবো না , কাজ শিখে নিয়েই ছেড়ে দেবো ।

লাটি বাহাদুর কি আমাদের বিমুখ হবে ? ক'ব'না না ।

নিশ্চয় খুগী হ'ব বলবেন, তথাস্ত । তাই হ'বে গো, ভাই হবে । আমবা তাঁকে নমস্কার ক'রে বলবো, জয় হিন্দ !

৩

ইংরেজ যতকাল আমাদের দেশের রাজা ছিল, ততদিন আমবা--দেশী শোকেবা ছলুম যেন ঠিক কুকুব বেডাল । অবিশি দু'দশ জন বাবু ভায়া ও মিঞা সাহেবকে ইংরেজ-রাজা পেয়ার ক'ব'ত, বাঘ সাহেব, বাঘ বাহাদুর বানাতো , আইয়ে খানু সাহেব আইয়ে খ'নু বাহাদুর বলে তস'লম্ জানাতো বই কি , কিন্তু দেশীব ভাগ লোককে--আপনাব ও আমাদের মত লোকদের ঠিক কুকুব বেডালের মত দেখতো । এই বাঙ্গলাদেশের এক একটা জেলা থেকে দালাল লাগিয়ে চাল, ডাল সব সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দারুণ অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি ক'বতো, এ কি আমরাই দেখিনি ? সহবের লোকে না দেখে থাকতে পাবেন, না বুঝতে পেরে থাকেন, আমাদের, যাদের পল্লী গ্রামে বাড়ী ঘর কিম্বা পল্লীগ্রামে যাতায়াত আছে, তারা ত হামেসাই এসব কাণ্ড দেখেছি । যখন খুব অন্নকষ্ট হোল, দুর্ভিক্ষ দশা উপস্থিত হোল, তখন ইংরেজ রাজা বাহাদুর জেলার হাকিম-জজুদের কাছে ঢালোয়া ছকুম পাঠালেন, টেঙ্ক-রিলিফ খুলে দাও । রাস্তা করাও, বাঁধ দেওয়াও, জাঙ্গাল কাটাও ।

অমনি হুজুরবা এ'লন, বড় হুজুর, মেজ হুজুর, ছোট হুজুর, দাবোঙ্গা হুজুর, জমাদাষ হুজুর, দফাদাষ হুজুর, চৌকিদার হুজুর, হুজুরে হুজুরে ধূলপরিমাণ। এসে ঢাশোয়া হুকুম, খালি হুকুম, হুকুমে হুকুমে তল্লাট ছেয়ে দিলেন—“নে বেটাবা কোদাল নে, ঝুড়ি নে, চল্, চল্, মাটি কাটবি চল্, বাস্তা: খুঁড়বি চল্—চল্বে চল্—ডোল পাবি।” ডে'ল্ কিরে বাবা? ঢোল জানি। ডোল কি ঢোলের ভাষরা ভাই নাকি। না কিন্তু। ডে'ল্ কা ক বলে জানেন না ত? শুকুন, মশাই, বলছি। মুষ্টিভিক্ষে ডোল বলে। একে মানুষগুলা খেতে না পেয়ে কঙ্কাল-নালা হ'য়েছে, খুকছে, পড়ে যাবে-যাবে অবস্থা, হুজুরবা হুকুম দিলেন, বোজ এই এতগা ক'বে মাটি কাটবি, বুঝি? তবে এই মুষ্টিভিক্ষে—এই ডোল পাবি।

আপনাব, বলুন, একি মহাপাতক নয়? অন্নকষ্ট সৃষ্টি করাই ত এক মহাপাপ, তাব উপর ঐ হাড়িগাব, গাজ'নব চাদের মত পেট, অস্থিস্বর্ণময় শোকগু পাকে ঐ বকম উদবাস্ত খাটিয়ে নিষে ডোল দেওয়া কি আরও বড় -হাপাতক নয়—আপনাবই বলুন? কিন্তু ই রেজ অনায়াসে অনেক কাশ ধ'বে তাই চালি যছে। বেশ চালিয়েছ। কেনই বা চালাবে না বলুন? ভাবতবর্ষব শোক ক কি তাবা মানুষ বলে গ্যা করতো? বাস্তার বুকুব বেডালও যা, কালা আদমিরাও তাই।

কিন্তু এখন ত আব সে দিন নেই। এখন অন্নকষ্ট সৃষ্টি ক'রে মুষ্টিভিক্ষা কে দেবে, কাকে দেবে? নিজেদেব দেশের লোককে? নিজের ভাই বোনকে? অনস্তু, একেবাবে অসম্ভব। নিজেব দেশের লোক, নিজেব জাত ভাই গভর্ণমেট কি কখনও সে কাজ করতে পারে? করতে পারা ত দূরের কথা, ভাবতেও পারে না।

আমার কথা কিন্তু তা নয়। আমার কথা হচ্ছে, আমরা গভর্ণমেন্টের মুখ'র পানে হাঁ ক'বে চেয়ে থাকবো কেন? আমাদের স্বরের থোকা খুকুবা হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে বটে বাপ মা দিদি ঠাকুরার পানে। ঠা'রা খাইয়ে দেবেন, নাইয়ে দেবেন, শুইয়ে দেবেন, ম্লান

পাড়াবেন। আমবাও কি সেই ভাবে চেয়ে থাকবো, গভর্ণমেণ্টের পানে ? দায় পড়েছে আমাদেব। পৃথিবীর স্বাধীন কোন দেশের কোন লোক পবাধীন ভাবে কারও পানে চেয়ে থাকে না। স্বাধীন কথটাৰ মানেরটা কি হোল ত'হ'লে ?

না, আমবা প'মুখ'পেন্দি, হ'ব না। কেবল যেটুকু সাহায্য নইশে নয়, সেইটুকু সাহায্যই চাইবো, তা'হাড়া নিজেরাট সব কব'ত পান'বা এবং কব'বা। আপাততঃ আনন্দব পল্লীগ্রাম তৈরীত ঐ যন্ত্র নৈত্যগুলো পেন্স, বাকীটুকু অ'ন'বা নিজবাই ক'ব নি'ত পাব'বা। বাঙ্গলাব পল'গাম কি ছিল, তা আমবা গল্পে শু'নছি, কেতার পড়েছি, গান শু'নছি, গাথায় পো'ষছি। শু'নেছি তাব ম'টীত ফলা'তা অমৃত তার গা ছ বলা'তা অমৃত, তাব জাল ব'য়ে যো'তা অমৃত। এ সব অপর নয়, শুন নয়, উপল্যাস নয়, সচা কথাও নয়—খাঁটি সত্য কথা। আজাদব তগ্ন দশা দেগলও সেটা অনায়াসে বোঝা যায়। গঙ্গাব ত্রী'ব ভাঙ্গা মানু দেখে কি বুঝে কাবও বষ্ট হয় যে, এককালে কি সুন্দর বৃহৎ ঘাটই না ছিল সেটা। আবার তাই হয়, আবার সেই অমৃত ফলবে, অমৃত বুলাবে, অমৃত বায় যাব। পল্লীগা-গাদা' ছিল, দেশব লক্ষ্মী, জাতিব অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণা অন্ন দিলে তাই লোক খেতে পে'তো। সেই পল্লী লক্ষ্মী ঠাকরণ বিক্রপ হায'ছন বলেই আজ সাবা দেশেব এই দুর্দশা হায'ছ, এত হাহাকার উঠে ছ।

ক'দিন থেকে বলাকাতা শহবে নাড়ব দুর্ভিক্ষ যা'চ্ছ। মেছোবা দাম কমা'বে না, লোকও তত চড়া দাম দিতে পাবেন না। কলকাতায় পুৰুব থাকতে পাবে, তাব মাছ বিক্রী বিক্রী হয় না। বিক্রী'ব মাছ সবই চালানী। বেশী'ব ভাগ আসে, পূর্ববঙ্গ থেকে। এখন পূর্ববঙ্গ আলাদা বাষ্ট্র হয়ে গে'ছ, সেখান থেকে মাছ না আসে যদি ? বাঙ্গালী গিল্লী'বা মাছ না হলে ভাত খে'ত পাববেন কি ? ছেলেদের মুখে ভাত ক'বে কি ? কর্তার থালায় 'অ' সটে' গন্ধ না থাকলে গলা দিয়ে তাঁরা ভাত উলবে কি ? উলবে না, সে

আপনিও জানেন, আমি মাছ খাই না, কিন্তু আমিও জানি, সবাই জানেন। কিন্তু উপায় কি? সহরে মাছের দুভিক্ষ; আর পল্লীগ্রামে মাছ নেই! নদী ত মাছ থাকলেও খববার লোকাভাব। বাঃ, কি চমৎকার অংস্থা।

৪

খামারগাছি স্টেশনে নেমে, শত্রুর মুখে কামিনী বোম্বার
দইষে জিলিপি দিয়ে, তিপান্নটি নানা বয়সের ছেলে মালকোচা
এঁটে, সমান তালে পা ফেলাতে ফেলাত, ‘সুজলাং সুফলাং মলয়জ
শীতলাং বন্দেমাতবম্’ গাইতে গাইতে মুক্তাবপুৰ, বাণেশ্বরপুৰ,
কবুশপুর, হাতিকান্দার মাঠ-বন ঘাট কঁপাতে কঁপাতে, যখন সেই
ঠিক দুপুর বেলা বট তলায় বৃদ্ধ বড়ো-শিবের মন্দিরের চত্বরে
পৌছলো, তখন বোম্বা বাঁ কব'ছ, পুখি' যেন পুড় খাক্ হায
যাচ্ছে। তেষ্ঠায় ছেলে'দব ছাতি ফা বাব উপক্রম, সঙ্গে ক'বে যে জল
তাবা এনেছিল, তা ফুবিষে গেছে। পথে আস'ত আস'তে নিশ্চয়-
জলের নদী দেখা গেছে। ব'ট, ছেলেবাও ছুটি শিশু অঁ চলা ভবে
জল খেতে চাইছিল ব'টে, কিন্তু আমবা দু'দিন জন বু'ড়া হাবড়া
সর্দাব সঙ্গে ছিলুম যাবা, আমবাই হাদেব সে জল খেতে দিই নি। যে
নদীতে স্রোত বয়, ঢেউ খেলে, জোয়াব আসে, ভাঁটা বয়, সে নদীব
জল খেতে পাবা যায়, এ আমবা জানতুম, তবু সাবধানব বিনাশ
নেই, ভেবে ছেলেদেব খেতে দিই নি। বলেছিলুম, চল্ ন', 'দাইদেব
বাবার দেশে যাই, নাবকেল গাছ থেকে ডাব পাড়িয়ে দোব, যত
পারিস, ডাবের শীতল জল খাস্। কিন্তু এই ত গ্রাম, ঐ ত কত
নাবকেল গাছ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু মাছ কৈ। কার গাছ, না
জেনে, না ব'লে ত আর ডাব পাড়া যায় না। চুরি বিড়ে বড় বিড়ে,
আমরা জানি; কিন্তু বিড়ে যতই বড় হোক, আমাদের তাতে
দরকার নেই। ছেলেরা একটা চক্কর দিয়ে এসে বললে, ঘুম পু'রী,
মাছ নেই। অতএব এই সদা জাগ্রত, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী বড়ো শিব

ঠাকুরকে সাক্ষী বেখে ডাব পেড়ে খাওয়া যাক। সিদ্ধান্ত হোল, গাছেব মালিক এলে দাম দেওয়া যাবে।

এই বকম সলা-পবার্শ হচ্ছে, এবজন আধবু'ডা গোছের লোক বগলে একখানা চ্যাটাঠি, চিকুট মহলাবালিশ ও হাতে হুকো কলকে নিয়ে সেই দিকে আস'ছ দেখা গেল। লোকটি অগমনস্ব হয়ে বেশ আসছিল কিন্তু যেই এদিকে নজর পড়া, অমনি ধাঁকবে পেছন ফিবে, চোঁ চোঁ, যেদিক থেকে আস'ছিল, সেইদিকে পা চালিয়ে দিলে। ভুত দেখাব সম্ভাবনা হো'ল। মাঝে যেমন চমক উঠে "বাবা গো" বলে স'রে প ড, এই লোকটিও তেমনই বেঁ ক'ব বাইট এবাউট টর্ন কবে লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেল স'বে পড়লো। আন'ল যত ডাক "ও মশাই, ও মশাই, শুভুন না মশাই, ও হুজ্জ লোকটি মশাই, হুজ্জ কো হাতে মশাই, ও বা পা বগলে ভাব পাটা মশাই, দশা ক'বে একটাবা এদিক আসুন না মশাই, গমবা বা বাস'ল না মশাই, একটি কথা শু'ন যানু না মশাই।" আস'ল মশাই। মশাই তরফে প'গ'ব পাব। কে শোনে কাব কথা? হনু হনু 'বে প্রস্থান। নীতিশটা আমাবের ভাবি বহুডে, সে বল'ল, দাঁড়াও, ধীরে আনি ব'ল, পা য একটুও শব্দ না ক'বে বু ডা আদু'বে ভব দি'ল আ'ল গড়ে দৌড় লোকটিকে পঁজা বোনা ক'বে ফুলে, একটা : গানাদেব দববাবে এ'ল হাজির। লোকটি কাঁদ কাঁদ হ'ল ম'লাল তোমবা আমায় ধ'বে এনেছ আমি মা'কে বলে দোব। লোকটির স'স বত হ'ব কে জ'ন? পঞ্চাশ ষাট হতে পাবে, কিন্তু নানিশ কবাব ধরণ দেখে মনে হোল— তার বয়স পাঁচ বছবেব বেশী নয়।

নীতিশ বললে, আন'ল কি তোমাকে মেবেছি, না, কেটেছি যে তুমি মা'ব কাছে নালিশ কববে?

লোকটি আরও কাঁদ কাঁদ হয়ে ব'লে উঠলো, আমি ছেলেমানুষ। তোমবা আমাকে ধবলে কেন?

নীতিশটা তেমনই দুঃ, বললে, ধরিছি তা কি হয়েছে কি? আমরা ত মানুষ।

সে তার মস্ত বড় মাথাটা নেড়ে বললে, না, তোমরা ছেলেখরা।
আমায় ছেলেমানুষ পেয়ে ধরেছ। আমি মা'কে বলে দিই গে।—
বলতে বলতে, ভাঁয়া।

পরে ভাব হ'তে জানা গেল যে, সেই জয় ঢাক-পেট লোকটি
মধ্যাহ্ন ভোজনাঙ্গি শেষ ক'রে বটেব ছাষায় ঠাণ্ডা হাওয়ায় দিবানিজা
দিত আসছিল কিন্তু দিশী 'স্বরাজী পল্টন' দেখে ছুটু ফি'ব তাব
মা'কে খবর দিতে যা'ছিল। আমবা আগায় ও ডায়ন দাম দিছি দে
তার নাবাকল গাছেব সারি দেখি'ব দিঙ্গ, বল'ল, যত পাব খাও,
কিন্তু দানট মা'কে ব'খি'ব দি যা। আমি ছেলে মানুষ, হিসেব ব'খি
নে। "আহা, ছেলে মানুষই বাট, পঞ্চাশ বছবেব খোশন মনি।"
ডাব খাওয়াব পব সে তাব মা'কে ডেকে আনশে, আমবা দাম
দিলুম। ঐ লোকটি য'ন তাব মা'কে খবর দিতে গিয়া'ছিল,
তখন গ্রাম আবও যে দ'পাঁচ জন লোক ছিল, তাদেরও ডেকে
এসেছিল। দেখতে দেখতে অনেকগুলি হাড়ি'নাব 'দামাদব' মানুষ
এসে আমাদের ঘিবে বসলেন।

প্রশ্নোত্তরমালা চলতে লাগলো এই রকম।—মশাইবা ?
আপনারা ? কোথা থেকে আগমন ? কেন্ন জাতি ? পেশা ?
বিষয়কর্ম ? ঠাকুর ? বিবাহ আদি—ইত্যাদি।

জবাব :

"আমরা ভবঘুবে। জাতি, অজ্ঞাত। পেশা, বিষয়-কর্মের
সন্ধানে আসা। ঠাকুর চাকর নাই। আপনি যেতে ভাত জোটে
না, শঙ্কবীকে ডাকা কেন ?"

দ্বিতীয় দফা প্রশ্ন :

এখান থেকে কখন এবং কোথায় যাওয়া হবে ? এবং এইক্ষণে
কি ভোজন ?

উত্তর :

"আপাততঃ কিছু কাল এইখানেই অবস্থান। ভোজনং যত্র
তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে।"

লোকগুলি তারস্বরে বলে উঠলো, এমন কর্ম্মটি কববেন না, এমন কর্ম্মটি কববেন না। এখানে হাওয়ায় ম্যালোরারী, মাছিতে ম্যালোরারী, জলে ম্যালোরারী, ভাত তবকাবীতেও ম্যালোরারী।

আমাদের নীতিশ বিষয়বস্তু টঙে কি একটা কবিতা পড়লে, তাব শেষটা হচ্ছে—কলকাতায় ঘব মোব, জয় হিন্দ হাক্ মোর, “আমি কি ডরাই ভাষা ছাই ম্যালোয়াড়ীকে?”

লোকগুলি এইবাব ভয় দেখাতে শুরু কবলে। বললে, পথে জোক আছে। আমবা বললুম, আমাদের সঙ্গে লবণ আছে; জোকের মুখে দেব। তাবা বললে, গ্রামে পাগলা কুকুবেব বড দোরাওয়া। আমবা বললুম, আমরা মুগ্ধব রাখি। তাবা বললে জলে জীবণু। আমবা বললুম, দুঃসে নোব। তাবা বললে, ভাত খাবে কি কবে? এখানে নাছ পাওয়া যায় না। আমবা বললুম, অহিংসা পরম ধর্ম্ম। তাবা বললে, এদেশে ডক নেই। তাবা পোস্টাফি সর কথা বলতে চাইছে, আমবা যেন বুকেও বুঝলুম না। বললুম, আমরাই ডাক ছাড়বো, ভয় কি। তাবা জিজ্ঞাসা কলে, এখানে খাণে কি? আমবা বললুম, যা আপনারা নেবেন। তাবা জিজ্ঞাস করলে, শেবে কোথায়? আমবা বললুম, এই শিব ঠাকুর রব বাড়িতে। শিব ঠাকুর ভদ্রলোক, সবাশয় ব্যক্তি, তাব এত বড টিটগা আর তিনি একলা মানুষ, আপত্তি কববেন না, তাঁর মুখ নেখেই বুঝতে পাছি।

এইবাব তাবা হেসে উঠলো এব্ হাসলেই ভাব, আমাদের সঙ্গেও ভাব হয়ে গেলে। একজন এক ধান মূড়ি, আব একজন আধ সরা গুড়, আর দু'জনে দু'ঘড়া জল এনে হাজির কবলে। বললে, সংসারে বড টানাটানি; নইল অতিথি নাবান্নণেব সেবা করতে তারা ডবায় না। তখন বসে বসে গল্প গছা চলতে লাগলো।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তিন চারদিন পর্য্যন্ত তাদের ভয় কাটে নি। একবার নাকি এক দল বেদে এসে চুই চামারি করে গ্রাম লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল। সেই থেকে বিদেশী দেখলেই

তাদের ভয় করে। কিন্তু ক'দিন কেটে যেতে যখন দেখলে যে কারও ঘটিটে বাটিটে চুঁবি হোল না, কাবও বেড়া থেকে একটা ঝিঙে কুমড়ো উচ্ছে সীম খোওয়া যায় নি, কাবও কচি ছেলে মেয়েও উধাও হয় নি তখন আমাদের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব জন্মে শুক হয়ে গেলো। আমরাও কাজ শুক কবলুম।

আমাদের নির্মলটা যে 'ভাবিমেয়ে নেকড়া,' মেয়ে মহলেই তার যত জারিজুরি, তা আমরা সবাই জানতুম। গঞ্জনা যে দিহুম না তা'ও নয়; ব্যঙ্গ বিক্রা না কবতুম, তা'ও নয়। কিন্তু যতই রঙ্গ রহস্য ঠট্টা বিক্রা, হাসি মনুকা করা হোক না কেন, নির্মল যেন পঁকাল মাত্র, কাদাষ বাস কবলেও মাদ্রব গায়ে কাদার ছি টটুকু যেমন লাগে না, নির্মল তেমনই কিছুই গায়ে মাখতো না। মানুষেবও স্বভাবও এই যে, নবম মাটিতে সঘাট অপার্স করে, নির্মল যত চুপ ক'বে থাকে, আমাদের ছেলেরদব টিটুকিনিও তত বেড়ে যায়। কিন্তু এই অজানা অ'চনা স্বজ পল্লীগ্রাম সেটে মেয়েলি স্বভাব নির্মলই আমাদের জানু ও প্রাণ বাঁচালে কি ক'বে, তাই বলছি।

কিছুদিন পূর্বে, বুড়ো শিবতলায় বাবোদ্যাবিতে বিধুভূষণের যাত্রা গান হয়েছিল। আটচালাগানা খাড়া ছিল। আমরা সেই খানে চট, চেটাই, বস্তাও থলে টাসি য একটু আধটু ঘিরে টিরে আডাল আবডাল ক'রে ট'বে-নিয়ে, মাদ্রব বিহিয়ে গড়াগড়া গুয়ে পড়লুম। প্রথম দিনটি, সকলের সঙ্গে বাড়'ব দেওয়া খায়র টাবাব ছিল, তাই খাওয়ার ভাবনা ছিল না, বান্না বান্নাবও হাজ্জামা ছিল না। এক ঘুমে, সকাল। সারা বাত শেখাল ডেকেছে, ছকা ছয়া রবে অন্ধকার রাত যেন চম্কে চম্কে উঠেছে, মাথার ওপরকার বটগাছটার ডালে ব'সে পোঁচা ঢেঁচিয়েছে, বাড়ুড়গুলো সারারাত ঝটপট ঝটপট 'করেছে, আমরা কিন্তু আবারে ঘুমিয়েছি; শব্দ টকগুলো কাণে গে'লও ঘুমের বাঘাত হয় নি। ঘুম ভেঙ্গে, চোখ খুলে দেখি, সামনের নায়কেল গাছের মাথায় বালদোঙা সোপালী

রঙ মেখে দুলাছে। আমাদের চোখে এ এক নতুন ছবি। আমরা এই জিনিসটি সেদিনের আগে আর দেখি নি। সহর থেকে বেরোবার সময়ে আমরা যে কটি সঙ্কল্প করেছিলুম, তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, চা তৈরী ক'রে খাব না। কোনও বকম নেশার বশীভূত না হবার জন্মেই ঐ সঙ্কল্প। তবে এব মধ্যে একটু ফাঁকিও ছিল। আমাদের দলে যে দু'জন বুড়ো আছেন, তাঁরা খেতে চাইলে, আমরা চা তৈরী ক'রে দোব, আমবা খাই না খাই, তাঁদের কষ্ট দোব না। কোনদিন এক আধ কাপ্ বেশী থাকলে, কি, শরীব টবীব ম্যাজমেজে থাকলে তাঁদের দৌলতে দু'এক টোক খেলেও খেতে পাবি, এইমাত্র। তবে তাঁদের জন্মে চা ক'বে দিতে দেবী করবো না ত্রই কথা ছিল, তা ভোরবেলা দেখা গেল সেই বুদ্ধ মানুষ দুটি সকলের আগে উঠে নিজেরাই তৈরী ক'রে চা খেয়ে নিয়েছেন। তাঁদের নাকি চল্লিশ পঞ্চাশ বছরবেব অভ্যাস। এত কালেব অভ্যাস, ছাড়তে পারবেন কেন ?—অসুখ হয়ে পড়তে পাবে—আহুরের পক্ষে নিয়ম নাস্তি।

সক পথের দুধাবে আশ শ্যাওড়ার বন, বাগানের ধারে ধারে বড় বড় নিমেব গাছ, টুখ ত্রাশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, বাঁচা গেল। মুখটুখ ধুঁষে আমবা বৈঠকে বসে 'কি করা যাবে' পরামর্শ করছি। একটু বেলা হতে দেখি, পুঁটিব মা'ব পুঁটি নিম্মল দাদার জন্মে তাদের লাউ মাচা থেকে মস্ত একটা তত্বুবো গোছেব লাউ নিয়ে হাজির। প্রাষ তাব সঙ্গে সঙ্গেই সৈরভী মাসী ছোট পেতের পুরো (ছোট ঝুড়িকে পেতে বলে) এক পেতে কুচো চিংড়ী এনে 'বোন্পো' 'বোন্পো' ক'বে ডাকতে লাগলেন। হরি দুলে আকট কলা পাতাব চৌক্সা বানিয়ে এক পণ (আলীটার এক পণ হয়) তাল-শাঁস 'বাগুনছেলেকে' খেতে দিয়ে গেলেন। দেখো কাণ্ড একবার। নির্মল মুখুজ্জ কাল বিকেলে একটিবার ঘটখানেকের জন্মে পাড়ায় বেরিয়ে কি রকম কুটুস্থিতা জমিয়ে এসেছে, দেখো। আমরা ত অবাক। তারপবে আরও আছে, শুধুন-না। লক্ষণ গোপেব মেয়ে ছোট খোলার এক খোলা দই দিয়ে ব'লে গেল, মা ডুঃখু করছে,

ঘরে চিনি ছিল না ব'লে নিম্ন দাদাকে টোকো দই দিতে হোল। এর পরে, চিনি পাওয়া গেলে একদিন মিষ্টি দই নিয়ে আসবে বলেছে। কামিনী বোষ্টমী এসে এক গাল হেসে বললেন, হ্যাঁগা ছেলে, কুমড়োর মোরকা খাবে ?

আমাদের ক্যাম্পে নির্মলের সুখ্যাতি ধরে না। ছোঁড়া নিন্দেও গায়ে মাখে না, সুখ্যাতিতেও তা থিয়া তা থিয়া নৃত্য কবে না। বলছে, কলকাতায় একটি মা বেখে এসেছিল, এখানে সে ঘবে ঘরে মা পেয়েছে। আর মায়ের ছেলেরা তাব ভাই, মায়ের মেয়েরা তার দিদি, ভগ্নী ও বোন হয়ে গেছে। এই হচ্ছে খাঁটি বাঙ্গলা দেশ, সব আপন, সব আত্মীয়, কেউ পর নয়। তবে মুশকিল হলো এই যে, মায়েরা, দিদিবা, বোনেরা বলেছেন, রোজ একবার ক'রে যেতেই হবে। সেটা যে কি ক'রে পেরে উঠবো, সেইটেই ভেবে উঠতে পারছে নে।

আমরা সকলে নির্মলকে বললুম, মুশকিল বললে ত হবে না চাঁদ, যেতেই হবে; নইলে এমন চর্তুচর্তু আমাদের হবে কি ক'রে ?

নির্মল বললে, গান বাঁধছি, গ্রামের ছেলেমেয়েদের তালিম দিয়ে গান বার করতে হবে। একদিন যদি একটা গানের দল বার করতে পাবি, তা হ'লে আমাকে আব পায কে ? আশে পাশেব বিশ ত্রিশ খানা—কি যতগুলো গ্রাম আছে, সমস্ত গ্রামের স্ত্রীম কম্যাণ্ডারের পোষ্টোটিই আমার। কিন্তু গানটা বেশ জুংসই লাগছে না, সেই যা দুঃখ।

ক্যাম্পে রব উঠল, কৈ দেখি, কৈ দেখি। কি গান বাঁধলি ? দেখি ?

নির্মলও দেখাবে না, ছেলেবাও ছাড়বে না। অনেক ক্ষণ ধস্তাধস্তির পর, নির্মল তার দপ্তর নিয়ে এলো। পাতভাড়ি খুলতে খুলতে বললে, কিন্তু একটি কড়ার কবডে হবে। ভাল হোক্ মন্দ হোক্, ডুল হোক্ নির্ভুল হোক্, ছন্দ থাক্ আর ছন্দ পতন হোক্,

সমবেত গানে সকলকে যোগ দিতে হবে। আমাদের সঙ্গে সকলকে গাইতে হবে।

“নিশ্চয়, নিশ্চয়, কথা দিচ্ছি, কথা দিচ্ছি,” সকলেই এক বাক্যে বলে উঠলো।

নির্মল বললে, আমার নতুন মা-বোনেদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করা হয়েছে, গানটা গস্ত হলেই নির্মল মিউজিক্যাল পার্টি আশে পাশেব বিশখানা গ্রাম—একদিন এক গ্রাম—প্রদক্ষিণ করবে। একটা হাতকান্দা নিয়ে প’ড়ে থাকলে ত চলবে না ভাই, আশ-পাশেব বিশখানা গ্রাম আছে। তাদেরও মাতাতে হবে ত ?

আমরা সকলেই বললুম, হ্যাঁ, ছোঁড়াব বুদ্ধি আছে বটে। বাহবা কি বাহবা ! নে, এখন গান ধব্ দেখি।

নির্মল সুর কবে পড়তে লাগলো :

“পল্লী চলো, পল্লী চলো, পল্লী চলো ভাই।

কাকেব চোখ ঢল ঢল

উলসে চলে নদীর জল,

সরল জীবন সহজ মানুষ জটিলতা নাই।

পল্লী চলো, পল্লী চলো, পল্লী চলো ভাই।

পাখীর গানে প্রভাত হবে

সন্ধ্যা নামে গোধন হবে

শ্রাম সবুজ মাঠে ঘাটে আবিলতা নাই।

.....পল্লী চলো ভাই।

ভাল তমাল গাছের সারি

তাবাই খাড়া গ্রামের দ্বারী

উদযান্ত পাহারা তারা, অলসতা নাই।

... ...পল্লী চলো ভাই।

ধুঁকছে মানুষ, নাই যে প্রাণ
 বিরাম নেইক হাসি ও গান ;
 সবল নব পল্লী নাবী কুটিলতা নাই।
 ... পল্লী চলো ভাই।

কঙ্কালসার প্রাচীন গেহ
 ভুলেও চেষে দেখে না কেহ—
 নীরব এই বনভূমি শব্দ সাড়া নাই।
 পল্লী চলো ভাই।

রুদ্ধ শিব বটের তলে বাস
 একলা ঠাকুর ফেলেন দীর্ঘশ্বাস,
 কে দেয় জল, বেল পাতা কে, পূজাবতি নাই।
 পল্লী চলো ভাই।

নিবাসঘেরা মলিন ছবি,
 স্বপ্ন গড়া গল্প সবই ;
 ইতিহাসেব শুষ্ক পাতা সজীবতা নাই।
 ..পল্লী চলো ভাই।

অতীত যদি তাহে লুপ্ত
 স্মৃতি কিন্তু নহে ম্লপ্ত
 মায়েব মত স্নেহভরে ডাকাব বিরাম নাই।
 . .. পল্লী চলো ভাই।*

আমাদের সঙ্গে গ্রামের লোকেব ভাব হোল, বন্ধুত্ব হোল, ক্রমে
 ক্রমে ভালবাসাও বেশ গাঢ় হয়ে উঠলো। তারা ক্ষেত-খামাবেব
 খাবাব জিনিষ আমাদের খেতে দেয়, বাড়ীতে সত্যনাবাষণেব
 সিরগী বা ওলা বিবিব পূজা হোলে প্রসাদ খেতে ডাকে। ছোট
 খাট অসুখ বিন্মুখে আমাদের কাছ থেকে ওষুধ চেয়ে নেয় বা

* লেখকের পরিচিত এক পল্লী-কিশোর রচিত এবং ডাহার সানন্দ সন্মতিতে
 অবিকল মুদ্রিত।—লেখক।

টোটকা টাটকা মুষ্টিযোগ জেনে যায, আব তাইতে উপকার হোলে আমাদের সুখ্যাতি কবতে আসে। তাবপব ছোট খাট ঝগড়া ঝাঁটিতে আমাদের মধ্যস্থ মানে, অথবা যে ভাবে মিটিয়ে দিই, তা'ও মেনে নেয—কথায় কথায় এক নম্বব, দু নম্বব, তিন নম্বব নাশিশ কবতে সদবে ছোট্টে না। গ্রামে তিন জন প্রবীণ লোক আব আমাদের শিবিরেব দু'জন, এই পাঁচজনে য পক্ষী'বৎ হযে'ছ সেই পক্ষী'যেতে দো-সীমানাব পুকুরেব মাছের ভাগ নিয়ে ধীক গাঙ্গুলী আব পশু হালদারের সাত আট বছরেব পুবা'নো লাগ'লাঠিব মামলাও নীমা সা কবা হগে গেছে এব উভয় পক্ষই পক্ষী হযে'ছন দেখা যাচ্ছে। নীলু দাস তা'ব মেয়েকে গা সাজানো গয়না দিতেপারব নি, এই বাগে তা'ব বেঘাই বাড়ু-মাতৃগি ছেলেব বটক ঘবে আনতো না, এই পক্ষী'যেৎ এই মামলাও মিটিয়ে দিযছে। এব ফলে শুব হাতকাঁদা কবশপুৰই নয়, দশ বিশখানা গামত মাতৃকর মাতৃকর, ভাবিখি ভাবিখি লোকেবাও আমাদের সঙ্গে আলাপ সালাপ তা'ব ভালবাসা করবার জন্মে আসছেন। শোন গো ভাই, আমি গরু কবাব জন্মে বলছি নে, বাড়িয়েও বলছি নে, সত্যিই বঝতে পারছি যে, সেই তল্লাটে বেশ একটা মোবগোল পা'ড়েছে। নিস্তাবিণী বাগদিনী বাজ যক্ষ্মায ভুগে রক্ত উঠে মা'বা গেছলো। পাবা এক দিন মড়া ওঠে নি, কেউ চোবে না, বক্ত উঠেছে, বাপ'ব বাপ, আস্ত কেউটে সাপ। পবের দিন খবব পেয়ে আমাদের শিবিরেব লোকেরা “ভগবান মঙ্গলময়” শ্বনি দিতে দিতে বালুডাঙ্গাব ঘাটে নিয়ে গিয়ে নিস্তাবিণীকে দাহ কবলে। তাব পব থেকে একটা মজা হোল। মজাটা কি বকম জানেন? শিশু ত্রিশ ক্রোশ দুবেবও—কোন আত্মীয়বন্ধু নেই, পয়সা কডি নেই, নিয়ে যা'বাব লোক জুটছে না—এ বকম লোক মবলে আমাদের শিবিরে খবর আসতো, বে-ওয়াবিশ লাস পোডাতে বা মাটি দিতে হবে। আমরা এটাও চাইছিলাম। সেবা কবা আমাদের কাজেব অঙ্গ। যা'বা সেবা কবতে জানে, তারা দিগ্বিজব কবতে পাবে। সেবায বশ না হব কে?

মল্ল কিনতে সেবা অমূল্য ধন। এই সব কারণে আমাদের শিবির তল্লাটের অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু মুশকিল হোল, সমবায় পদ্ধতির কথা বোঝাতে গিয়ে। যত্ন দাসেব চাষেব জমি তিন বিঘে, দুঃখীরাম দাশেব দশ বিঘে, নন্দ মণ্ডলেব তেরো বিঘে—এ তাবা এক করবে কেন? এক করলে ত কারও খুব লাভ, আর কাবও লোকসান—বেশীর ভাগ লোকেবট ভয়ানক লোকসান হবে। যত্ন দাসেব তিন বিঘেব ধান যত্ন পাষ মেরে কেটে ত্রিশ মণ—বত্রিশ মণ, আর নন্দ মণ্ডল তেবো বিঘেতে একশ ত্রিশ-চল্লিশ মণ ধান পায়। আমাদের শিবিরেব সমবায় দুর্বুদ্ধিতে রাজী হলে ত নন্দ মণ্ডল মাঝা যাবে। নন্দ মণ্ডল চটে মটে লাল। আমাদের চেহাবাগুলো ভালমানুষের ছেলের মত, কিন্তু পেটে পেটে এমন দুষ্ট বুদ্ধি। বটে!

পাঁচ সাত দিন লেগে গেল তাদের বোঝাতে যে, তিন বিঘের মাঠ, তেব বিঘেব মাঠ, পনেরো বিঘের মাঠ ভাগ থাকলে কোন কালে চাষের উন্নতি হবে না, চাষেব কাজে বিজ্ঞানকেও লাগানো যাবে না; ফসলও বাড়বে না, আমাদের দেশেব দৈন্তেব দশাও স্বেচবে না। যত্ন দাস মশাইকেও তিন বিঘে জমি গবর্ণমেন্টকে বেচতে হবে, পাঁচু পাটারীব পঁচিশ বিঘেও গবর্ণমেন্ট কিনে নেবেন। নন্দ মণ্ডল মশাই যা ভাবছেন, তা'ও নয়; সব জমির মালিক হবেন, একমাত্র গবর্ণমেন্ট। তল্লাটকে তল্লাট তামাম্ মাঠ কিনে নিয়ে সমস্ত আল্ ভেঙ্গে হাজার দেড় হাজার বিঘের এক একটা মাঠ করে তার উপর কলের লাঙ্গল, কলের মই চালাবেন। কলের ধান কাটা, কলের পাট কাটা ব্যবস্থাও আস্তে আস্তে গবর্ণমেন্টই চালিয়ে দেবেন।

এই সব শুনে “তবে আমাদের কি হবে?” ব’লে গ্রামেব লোকেবা যখন ভয়ে শিউরে উঠছিলেন, তখন আমরা তাঁদের বুঝিয়ে দিলুম, ভয় পাবেন না, মশাইগণ, ভয় পাবেন না। গবর্ণমেন্ট মানে হাতি ঘোড়া একটা কিছু নয়; গবর্ণমেন্ট মানে দৈন্ত্য দানাও নয়। গবর্ণমেন্ট মানে, আপনি ও আমি। গবর্ণমেন্ট নগদ টাকা দিয়ে জমি

কিনে নিষে গ্রামেব লোককেই ফিরিয়ে দিবেন, সকলে মিলে সমবায় পদ্ধতিতে চাষ কবাব জাচ্ছে। আপনাবা চিবদিন চাষ করেছেন তখনও কববেন, গ্রাম চিবদিন আপনাদেব, তখনও থাকবে আপনাদের। উড়ে এসে কেউ জুড়ে বসবে না, আপনাদের বাড়া ভাতে কেউ থাবা মাববে না।

তবে তফাৎ একটু হবে বৈ কি। ছোট্ট ছোট্ট চাষী লোপ হয়ে সমবাসে—অর্থাৎ কি-না সকলে মিলে বড় চাষী হতে হবে। সমবাসের সমস্ত সভ্যকে সকলেব সঙ্গে মিলে মিশে সমস্ত জমি চাষ কবতে হবে; আবাব ফসল উঠলে মিলে মিশে ভাগ যোগ ক'রে নিতে হবে। ধান বলুন, মুগ কলাই বলুন, পাট বলুন, সর্ষে তিসি বলুন, সমবাস ভাণ্ডাবে জমা হবে, সমবাস ভাণ্ডাব থেকে ভাগ হবে, উদ্ধৃত যদি হয়, সমবাস ভাণ্ডাব থেকেই বিক্রি কবা হবে, আবাব বাঁজ রাখবাব ব্যবস্থা ঐ সমবাস ভাণ্ডাবই কববে।

শেখ লালচাঁদ জিজ্ঞাসা কবলেন, এতে কি আমাদেব কারও কাবও খুব লোকসান হবে না? সমবাস হলে ত সকলেব সমান ভাগ হয়ে যাবে অথচ এখন আমাব নব্বই বিঘে জমির উপস্থত্ব ত আমি একলাই পাচ্ছি, আমাব বিলক্ষণ লাভও হচ্ছে। সমবাসে ত আমার লোকসানই দেখতে পাই।

আমাদের শিবিরেব সর্বোজ্ঞ দা' বললেন, আপনার যে নব্বই বিঘে জমি, আপনি ত সেই নব্বই বিঘের নগদ দাম গবর্ণমেন্টের কাছ থেকে গোড়াতেই পেয়ে গেলেন মশাই। সেই একগাদা নগদ টাকাটা বুঝি কিছু নয়? সেই টাকাটা দিয়ে আপনি শিল্প কাজ করতে পারেন, কলকারখানা গডতে পাবেন, বাড়ী তৈরী করে ভাড়া দিতে পারেন, যা খুশী, যা ভাল বোঝেন, আপনি তাই করতে পাবেন, তাতে ত কেউ হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছে না। আপনি যে বড় লোক, সেই বড় লোকই থাকবেন।

যদু ঘোষ বললেন, আমার জমি ত মোটে তিন বিঘে।

সর্বোজ্ঞ দা' বললেন, আপনি তিন বিঘেব যা মূল্য, নগদে তাই

পেয়ে গেলেন। তারপর সমবাসে চাষবাস শুরু ক'রে দিলেন। তার সঙ্গে পুর্বোনের কোনও সম্পর্ক থাকলো না। সমবাসে লালচাঁদ শেখও যা, যত্ন দাশও তাই।

লালচাঁদ শেখ অনেকক্ষণ ভেবে চিন্তে বললেন, বুঝেছি এর পর থেকে মুড়ী মিছবি এক দব হবে।

সবোজ দা' বললেন, না, না, তা নয়। সমবাস নানে হচ্ছে এই যে, হয় সকলেই মুড়ী খাবে, না হয় সকলেই মিছবি খাবে। কেউ যে বসগোলা গিলবে, আব কেউ শুধু খাবি খাবে, এ অনিয়ম আব থাকবে না।

প্রায় পনেরো দিন ধরে তব্বিতর্কের পরে এক দিন সভাশেষে সকলে চাঁৎকাব ক'বে বলে উঠলেন, হরি হরি বল, ভাই হরি হরি বল। আজ সঙ্গে সকলে হরি ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। সমবাসের বাদ ঘাড় মটকাবে না এইটে বন্ধ'ত পাবেই সেই হরিধ্বনি। হরি হরি বল ভাই, হরি হরি বল। লালচাঁদ শেখও বোধ কবি তাঁদের সঙ্গে চাঁৎকাবে যোগ দিয়েছিলেন। আমি অবশ্য হলপ ক'বে বলতে পারি নে; কিন্তু মনে হোল, তাঁবও গলা শুনেছিলুম। তবে এটা ঠিক, ধর্ম নিয়ে ঝগড়া এ মুহুর্তে কেউ কবে না। এখানে ইসলাম ডেঞ্জাবে পড়েনি। মনে মনে একটু আধটু চিড গেলেও বাইবে থেকে কিছু বোঝা যায় না। মাত্র পাঁচ ছ' ঘর মুসলমান, শ' দেউশ' ঘর হিন্দু, পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া কববাব দুর্বুদ্ধি হয় নি।

৫

বুবে ফিরে, আমি আজ আবার সেই পল্লী গ্রামের মাছের কথা বলছি। এই ত ছোট গ্রামখানি, কুড়ি ঘর লোকের বাস আছে কি না সন্দেহ কিন্তু পুষ্করিণী খুব কম কবেও অস্তিত্ব: চল্লিশ পঞ্চাশটি হবে, আছে। আর খানা ও ডোবা? সে শটকে ছাড়িয়ে সহস্রকিয়ার ঠেকলেও ঠেকতেপারে ব'লে মনে হচ্ছে। পুষ্করিণীগুলো কিন্তু 'ভাল'; বর্ষাব জলে ভরে, গ্রীষ্ম কালের কড়া রোদ্রে শুকোয়, পান্য আর

আগাছার বংশ বৃদ্ধি হয়। কে একজন সন্ন্যাসী সেকালে ভরা নদী বকের ওপর দিঘে পায়ে হেঁটে গেছিলেন, তাঁর পুণ্যের জোরে তিনি যেখানটা পা ফেলেন, সেইখানেই পদ্ম ফুটে ওঠে। আমাদের এই পুকুরগুলোতে পদ্ম ফোটবার আব দরকার নেই, রকমারী পানা আর আগাছার কার্পেটের প্রার্টফর্ম বানিয়ে বেখে দিয়েছে, বোধ হয় হেঁটে যেতে পারা যায়। গ্রামেব লোকদেব এমন সময় নেই যে, পানা তুলে সাফ করে। ডাঙ্গার কাছে পাঁচ সাত হাত জলের পানা সরিয়ে, বাঁশ দিয়ে একটু খানি জায়গা ফাঁক করে বাখে, সেইখানেই জ্রীপুকষে গা ধোষ, কাপড় কাচে, হুস হুস ক'বে ডুব ফোঁড়ে, আর কোঁ কোঁ ক'রে জ্বরে ধোঁকে। আর মাছ? অভাব কি? চীনদেশে ও ফবাসীদেশে যে মাছ উপাদেষ খাচ্চ, সেই দাদবীকুল দিন বাত ঝপ্ ঝপ্ ক'রে লাফাচ্ছে আব কঁাকব-কোঁ কঁাকর-কোঁ কবে গ্রাম মাতাচ্ছে। এ মাছ ফেলতে হয় না, এ মাছকে খাবাব খাওয়াতে হয় না, খেলা দিতে হয় না, এরা নিজেই জন্মায়, নিজেই বাড়ে, নিজেরাই বংশেব জ্রীবৃদ্ধি কবে।

বুখাই আমবা কেঁদে কেঁদে বাড়ী বাড়ী সেধে সেধে বেড়াচ্ছি, ঘুম কি কাবও ভেঙ্গেছে, আলস্ত কি একটুও ঘুচেছে? উৎপাদন বাড়ো, পণ্য বৃদ্ধি করো ব'লে এত বকে মবছি, একটা কুমডো কি কেউ বেশী ফলিয়েছেন? একটা পুকুর সাফ করে একজন লোকও কি এক হাঁড়ি পোনা ফেলেছেন? তবে হ্যাঁ, আমবাও ছাডছি না। ছিনে জোঁকেব মত লেগে থাকবো, কাজ করিয়ে তবে ছাডবো। তাঁরা না করেন, তাঁদেবই হ'য়ে আমরা করবো। দশখানা গ্রামের লোকের হাতে ধ'রে ভিক্ষা চেখে বলবো, আমরা ক'রে দিয়ে যাই—আপনারা ভোগ ককন, তাতে আমাদের দুঃখ নেই।

আমাদেব এই পল্লীগ্রামে খবব পৌঁচেছে যে ক'দিন ধরে কলকাতার বাজারে বাজারে ভীষণ মৎস্ত বিভ্রাট চলছে। মাছের দাম আর সোনার দাম নাকি এক। আমরা পাড়ারগেয়ে ভূত হয়ে গেছি, মাছেরও দাম জানি নে, সোনার দামেরও খবর রাখি নে।

আমাদের নতুন বন্ধুদের মধ্যে কেউ কোন দিন দয়া ক'রে যদি একটু আধটু চিংড়ীর গ্র্যাণ্ড চিলড্রেন বা বেলে টেলে মাছ টাছ দেয় তবেই আমাদের পাতে সেদিন আঁসটে জিনিষ পড়ে, নইলে আমবা ত বুদ্ধদেবের মত কিস্তা গান্ধী মহারাজেব মত “অহিংসা পরম ধর্ম” হয়ে গেছি। খুব যে কষ্ট হয়েছে মাছ না পেয়ে, তা'ও নয় : দিবি দু'বেলা বেশ ত চলে যাচ্ছে। সাথে কি আর বুড়ো গোপাল খুড়ো হরবখ্ত শেখান—

অভ্যাসের নাম মহাশয়,

যা সহাবে তাই সয়।

কিন্তু কথা হচ্ছে কলকাতায় মাছেব টানাটানিই বা হয় কেন, দামই বা পাঁচ সাত গুণ বাড়ে কেন, তা'ত বুঝি নে। কলকাতার নোংবা জল যেখান দিখে বাব হয়ে যায়, সেই জায়গাটা কি আপনারা কেউ দেখেছেন? দেখেন নি। দেখে এলে ভাল কববেন। ভেড়িভ নাম নিশ্চয় শুনেছেন আপনাবা। মাছেব ভেড়ি সব সেইখানে। কিন্তু সে ক'টা ভেড়ি? সেই রকম হাজাব হাজাব ভেড়ি বাঁধা হয় না কেন? জায়গার ত অভাব দেখি নে। তবে হয় না কেন? “এগ্রি-ফিস্‌বিজ” দপ্তর ত বিশ ত্রিশ বছর ধবেই ছিল, সচিব, পার্শদ, সহায়, সম্পাদক, অমুষ্ঠানের ক্রুটি আগেও ছিল না, এখনও নেই। তবুও, হয় নি কেন? এখনই বা না হয় কেন? ইংরেজ করতে দেয় নি? মিছে কথা। আমি বিশ্বাস কবি নে। ‘ক’ অক্ষর গো অথবা শূকর মাংস মিনিষ্টারবা বসে বসে মাইনে খেয়েছে আর মজা মেরেছে, কাব দায় পড়েছে মাথা ঘামাতে—কার দায় পড়েছে পরিভ্রম করতে। অতীত—সে যাক্‌ গে, মরুক্‌ গে, আজকেব কিয়া হাল। ফিস্‌রিজ দফতর কি কোনও কালে একটুও কষ্ট করবেন না? “সাধের ঘুমঘোর কভু কি ভাবাবে না?” কলকাতার ছেলেরা আর কতকাল দরখাস্ত বগলে অফিসের ঘোরে ঘোরে ঘুরে বেড়াবে? খালি পেটে নিঃশব্দচার কলের জল গিলে, চীনে বাদাম চিবিয়ে, সিনেমায় ঢুকে উর্বরী, মেনকা, রক্তায় বিভোর হয়ে থাকবে

আবশ্য কত কাল ? হ্যাঁগা, কেন তা'বা জলে কাদায় নামবে না, আমাদের মতন ? এই ভেড়ীর পাশে পাশে, মবা নদী বিদ্রোহবীর ভবাটি বুকে আশু ধানের ও আলুর চাষ কবাল সোনা, সত্তি বলছি, সত্যিকারের সোনা ফলবে । আমাব কথা যাঁবা শুনছেন বা পড়ছেন, তাঁদের আমি ঐ জায়গাগুলো দেখ আসতে বলি । কলকাতাব খুব কাছে, বেলেঘাটা নাবকেলডাঙ্গা দিয়ে যেতে হয় । দেখবাব মন্ত জায়গা, ভাববার মত ও শেখবাব মত জায়গাও বটে । সাথে আর নিশীথ মেতেছে ।

কলকাতা থেকে বঙ্গোপসাগর কত দূর ? আলী, নববই, এক শ' দেড় শ' মাইল হবে । এখান থেকে পুৰী তিন শ' মাইল, কাঁথি মোটে এক শ' মাইল । ডায়মণ্ডহারবার থেকে খানিকটা দূর গেলেই ত বঙ্গ সমুদ্র । ঘ.বব এত কাছে মাছেব সমুদ্রর থাকতেও কলকাতায় মাছেব দর্ভিঙ্গ হয় কেন ? হ্যাঁগা, আমবা কি বাঁশবনে ডোমকানা ? বাঙ্গালী'ব লেখাপড়া-জানা সব ছেলেই কি অনন্তকাল ধরে শুধু হা চাকরী যে চাকরী কববে আব শাস্তিদেবী'ব ববপুত্র হয়ে বাস্তায় বাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে "অল কোন্সায়েট অনু দি ক্যালকাটা ফ্রন্ট" কববে ? বলি হ্যাঁগা, দশটা ছেলেও কি ভ্যাগাবণ্ড নেই ? আমাদের সবলদেহ, কর্মঠ, শ্রমিক, ভীমসেন-মজ্জদর ভাইরা কি সবই কলকাতাখানায় কর্ম পেয়ে কলেব সাহেব, কলের বাবু, কলের কর্মী হয়ে গেছেন ? তাঁদের মধ্যেও বেকাব কি কেউ নেই ? কেন তাঁরা ক'খানা 'ট্রলার' ভাড়া করে সমুদ্রে মাছ ধরতে চলে যান্ না ? 'ট্রলার' না জোটাতে পারেন, সমুদ্রেব দিশী-নোকা ভাড়া করতেই বা দোষ কি ? পুৰীতে জালও পাওয়া যায়, স্বদেশী গ্রাসাচ্ছাল 'ট্রলার'ও অজস্র মেলে, কালো কোলো নুলিয়াও অনেক আছে । এই নুলিয়ারা হচ্ছে, সাগর সন্তান । সাগরবব বুকে কি কাণ্ডটা না করে এবা, মা—ছেলে সম্পর্ক না হ'লে, কবে একটি মাত্র আছাডেই কর্ম সাবাড় ক'রে দিতেন ঐ তরঙ্গবিন্দুক বঙ্গ সমুদ্র । ওরা সাগর সন্তানই বটে ।

আপনারা নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে পুরীতে পুষ্করোত্তম দেবকে দেখতে গেছেন। আমি ভাই অনেকবার—বোধ হয়, একশ-এক বার—গেছি। হাত নেই, পা নেই, নাক খাঁদা, ঠুঁটো জগন্নাথ ঠাকুবকে আমার খুব ভাল লাগে, জগন্নাথের প্রসাদও আমার ভাবি মিষ্টি লাগে, আব সমুদ্র স্নানে যে কি আনন্দ, সে কি বলবো? সত্যি, ঢেউয়ের সঙ্গে নেচে নেচে স্নান করতে সকলেবই খুব আমোদ হয়। আপনাদেবও বোধ হয় তাই হয়।

সেখানকার নুলিয়ারা ছোট বড় হাজার হাজার নৌকো করে বোজ বোজ সমুদ্র থেকে গাদা গাদা মাছ ধবে। বড় বড় মাছ, ছোট ছোট মাছ, হাঙ্গর, কুমীরও ধবে, তবে মাছই বেশী। ধ'রে কতক বিক্রী করে, সামান্য কিছুটা খায় আব বাকীটা বালিষ নীচে পুঁতে রাখে।

“শুটকী” মাছ করে চালান দেবাব জন্তে বালির নীচে মাছ পুঁতে রাখা হয়। দক্ষিণ ভারতে শুটকি মাছের মস্ত ব্যবসা। শুনিছি, ভারতবর্ষের বাইরেও শুটকি মাছ চালান যায়। ওটা নাকি একটা ভাল ব্যবসা। কিন্তু ভাই, কলকাতার লোক ও বাঙ্গলা দেশের নরনারী যখন মাছ খেতে পাচ্ছে না, মাছ না খেবে তাদের দেহের কষ্ট ও মনের কষ্ট—আহা, বড় কষ্ট।—তখন শুটকি মাছ করবার জন্তে বালিষ তলায় মাছ পোঁতা কি ভাল? না, মাছগুলো আমাদের পোড়া-কতক-ভাজা ববাতুলা লোকদের দিকে, অভাগা বঙ্গদেশের পানে চালান দেওয়া ভাল? আপনাবা দশজন লোক মিলে আশুন আমাব সঙ্গে। আমি ও আপনারা মিলে একখানা এরোপ্লেন ভাড়া ক'বে রোজ রোজ কলকাতার বাজার মাছে ভরিয়ে দিই না কেন? আমবা লাভও চাইনে, মুনফাও খুঁজিনে, কাজটা সুক করিয়ে দেওয়া নিয়ে কথা। আর তাও বলি, আমাদেরই বা যেতে হবে কেন? কলকাতায় কি মাথাওলা, পয়সাওলা, বুদ্ধিওলা মানুষ নেই? কলকাতায় কি কোটীখরের অভাব আছে? মাছে মরেন এবং মাছে বাঁচেন এমন লোক ত কলকাতায় ও বাঙ্গলায় গিজ গিজ কম্বছেন। এখন ত

নিজেকে গবর্ণমেন্ট হয়েছ, গবর্ণমেন্ট বাহাদুরের অনুমতি নিয়ে কয়েকজন লোক জয় রাম শ্রীবাম ব'লে সমুদ্রে নেমে পড়লেই ত পাবেন। অনুমতির জ'ন্তু ভাবনা কববাব দবকার নেই। ভাল কাজ অনুমতি অবশ্যই পাওয়া যাবে। তবে আর কি। “যাব কি যাব না—মিছে এ ভাবনা—মিছে মরি লোকলাজে” না ক'ব “সীতাপতি রামচন্দ্র বঘুপতি বঘুবাম” অথবা “রাম বহিম না জুদা কবো ভাই—দিলকো সাচ্চা বাখো জী” ক'রে বেরিয়ে পড়ুন। মাছের দুঃখটা ঘুচবেই ঘুচবে। আব মাছ বেশী করে পেলে অগ্ন্যাগ্ন খাবাব জিনিষের ওপর টানও একটু একটু কবে কমবে বলে আমি মনে কবি। Produce or Perish !—উৎপাদন বুদ্ধি না হলে উৎসাদন। অগ্নি খাওয়া বাঁচাতে, আশুন-না, মাছটার আমদানীটাই বাড়ি'য় ফেলুন-না মশাই আপনাবা।

৬

আর দু'তিন দিন পবেই পূজাব ছুটি শুরু। দর্গা পূজার উৎসবটাও যেমন মস্ত বড় উৎসব, ছুটিটাও তেমনি মস্ত বড় ছুটি। এবার আবার ঐ সঙ্গে ঈদ পড়েছে। আলাদা ঈদ হ'লে আলাদা ছুটি হোত, এবাবে এক হয়ে গেছে। পূজাব ছুটিতে ছেলেবা দেশে যাবেন, বোধ হয় বৃদ্ধবাও যাবেন। আবাব শ্রমিক মজদুররাও যাবেন। যাদের দেশ বা ঘর বাড়ী নেই, এ সময়টা তাঁদের ভারি মন খাপাপ হয়। কেবল মনে হয়, আহা, আমার যদি একটি দেশ বা গ্রাম থাকতো। অনেকেব আবাব দেশ আছে, কিন্তু দেশে কোনও ঘর বাড়ী নেই। একদিন ছিল অবশ্য কিন্তু না যাওয়ায, না দেখায়, অস্বস্তি পড়ে-ঝড়ে গেছে, তাব জায়গায় এখন অজগব বন বাদাড় হয়ে আছে। আবাব এমন লোকও আমবা দেখেছি, যাদের গ্রামও আছে, ঘর বাড়ীও যা-হোক তা-হোক বকমেব একটি আধটু আছে কিন্তু পল্লীগ্রামে ম্যালোয়াবী ও ঐ রকমের আরও যে সব বাব্বস

রাস্কুনী আছে, তাদের ভয়ে তাঁরা দেশ'গ্রাম ও পিতৃ পুরুষের ভিটেব নামেই আংকে ওঠেন, যাবাব কথা বললে, "বাপরে" ব'লে তুডি লাক্ মারেন। বলেন, শূখ চেয়ে সোয়াস্তি ভাল, বেশ আছি। এতে হিন্দু মুসলমান দুই-ই আছেন, উভয়েই সমান অপবোধী। হিন্দুও পন্নী ভুলেছেন, মুসলমানও পন্নী ভুলে বসেছেন।

আমি আজ তাঁদেরই কাছে করযোড়ে আবেদন করবো, ঠিক যে ভাবে ভিক্ষে চাওয়া হয় সেই ভাবে হাত জোড় কবে অননয় বিনয় করে বলবো, এই পূজাব ছুটিতে—ঈদেব সময়ে—একটি বাব গ্রামে যান, একবাব দেখে আসুন। সাবধান হয়ে গেলে এবং সেখানে গিয়ে সাবধানে থাকলে ম্যালেরিয়া'র খপ্পরে না পড়তেও পাবেন। একটি বাব দেখে আসা বিশেষ দবকার। তা ছাড়া, গ্রাম-ছাড়া, ঘববাড়ী-ছাড়া, প্রবাসী লোকগুলির নাম ঠিকানা যোগাড় কবাও দবকার। নাম ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে তাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বা অন্য রকমে যোগাযোগ স্থাপন ক'বে, গ্রামেব বন বাদাড সাক্ষাৎ করা যায় কি না, জঙ্গল জাঙ্গল পবিকা'ব ক'বে ফেলা সম্ভব কি-না, ঘববাড়ী সারিয়ে সুরিয়ে বাসেব মত কবা চলে কি-না, ছোটখাট চালা টালা তোলা সম্ভব কি-না, পতিত জমিতে লাঙ্গল লাগিয়ে, মই চালিয়ে, চাষ কবা সম্ভব হয় কি-না, হাজা, মজা পুকুর ডোবা গুলো কাটানো ও ঝালানো যায় কি-না, ঝালিয়ে তাতে মাছ ফেলা যায় কি না, কিম্বা গ্রামেব লোককেই মাছের বন্দোবস্ত দেওয়া যায় কি-না—এইগুলো বিচার বিবেচনা ক'রে দেখবাব আজ বিশেষ দবকার হয়েছে। সহবে বাস করবো, চাকবি-বাকরি করবো, আর রেসনেব ঐ ছাই পাঁশ গিলবো। এই ভাব আর বেশী দিন বজায় থাকলে বাঙ্গালী জাতটাই ধ্বংস হয়ে যাবে, কি হিন্দু কি মুসলমান পশ্চিম বাঙ্গলায় বাঙ্গালী'র চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে কি-না খুব সন্দেহ। আর, তাই, তাও বলি, সহরের দিনও ঘনিয়ে এসেছে। সহরে থাকবে, খুব বড় লোকেরা, আর থাকবে, খুব গবীবেরা। মাঝামাঝি লোকের ঠাই সহরে হবে না, এ একেবারে ঝাঁটি সত্ত্বা

কথা। ‘ঘুঘুব বাসা’ ভাঙলো বলে, তাব আব বেশী দেবী নেই। “পল্লী চলো, পল্লী চলো, পল্লী চলো ভাই” বব ‘উঠলো বলে, দেখে নেবেন আপনারা। ভাল কথা, আমাদের ‘নিখিল অপেরা পার্টি’ খোল কবতাল শাঁক শিল্পে কাঁসব ঘট নিয়ে গ্রামে গ্রামে খুব হৈ হলো ক’রে কীৰ্ত্তন ক’রে বেড়াচ্ছে।

কখনও রেলগাড়ী ক’বে, কখনও গরুর গাড়ী চ’ড়ে, কখনও বা নৌকো ক’বে, কখনও বা খুট খুট খুট চবণ বাবুর জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে আমি পশ্চিম বাঙ্গলার অনেক গুলো জেলা ঘুরে বেড়িয়েছি। জগলীতে আমাব নিজস্ব ‘দেশ’—জগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীৰভূম, চব্বিশপবগণ, নদীয়া সব ঘুরেছি, দেখেছি—একেবারে শাসনের মত নির্জন। এই শাসনকে আবার মানবের বাসভূমি করতে হবে। বাঙ্গলার পল্লীগ্রাম একদিন সুন্দর তপোবন ছিল, আবাব সেই নন্দন তপোবন ক’বে তুলতে হবে। তুলতে হবে এবং সে আমাদেরই ক’বে তুলতে হবে, পৃথিবীর কোন স্বাধীন দেশ, তাব গবর্ণমেণ্টেব পানে বা অগ্র কাবও পানে হাঁ করে চেয়ে থাকে না। স্বাধীন হয়ে আবাব পবাবীন হবে কেন? স্বাধীন জাতি পরমুখাপেক্ষী হ’তে চায় না, হতে তাদেব লজ্জায় মাথা কাটা যায়। স্বাধীন মানে স্ব-অধীন—নিজেব অধীন। নিজেব ছাড়া আর কাবও অধীন সে হতে চায় না। স্বাধীন দেশেব লোকেব মনে ঐ গৰ্ব্বটা—স্বাধীনতাব গৰ্ব্বটা খুবই বেশী।

ইংরেজ প্রায় দু’শ বছর আমাদের নাবালক ক’বে রেখে দিয়েছিল, তা ঠিক। দশটা ছেলে মিলে যদি একটা কুস্তির আখড়া করতো, ইংরেজ মনে ভয় করতে, ছোঁড়াগুলো ঐ ‘গুলি’ পাকাচ্ছে, ঐ মাসকেল ফোলাচ্ছে, বুঝিবা তাদেবই ওড়াবার জন্তে। পুলিশের গোয়েন্দা টোয়েন্দা টিকটিকি গিবগিটি লেলিয়ে দিত, আখড়া ভেঙে দিত। পল্লীগ্রামে কিছু করতে গেলেও সন্দেহ করতো, ঐ রে, বুঝি নির্জন জায়গায় বসে বোমা তৈরী কবছে। এই রকম সব কাজেই সন্দেহ করতো, বাধা দিতো! বাধা পেয়ে পেয়ে আমরাও

কিছু না স্বাবব ও অকর্ষণ্য । বসে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে কর্তুম। কিন্তু আজ তো আর ইংরেজ বাজাধিবাজ হয়ে মাথার উপরে বসে নেই। আজ প্রত্যেকটি ভাল কাজ করবার স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। যে কোন কাজের দ্বারা দেশের উপকার হবে, সেই কাজই দেশের কাজ, সেই কাজই কববাব ভার আমাদের প্রত্যেকেব ওপব। মানুষে এ ভার না দিতে পাবে, স্বয়ং জননী জন্মভূমি এই ভাব দিয়েছেন। আপনাদেব কাবও বুডো মা যদি দেশে বাস ক'বেন তাহ'লে সেই মা যেমন প্রবাসী ছেলেব মুখখানি বৃকে ধ'বে দেশে পড়ে থাকেন, প্রত্যেকটি কাজে বিদেশবাসী ছেলের ভরসা কবেন, আমাদের জননী জন্মভূমিও ঠিক সেই রকম সহববাসী সন্তানেব ভবসায সেই বনে বাস করছেন, জন্মভূমি মাবও সেই ভরসা—ছেলেরা আবাব আসবে, আবাব বাস কববে, আবাব মা ব'লে ডাকবে, মা'ব সেবা কববে।

আজ সব কাজের চেয়ে পল্লীগঠনেব কাজই বড। পল্লীতে খাজ উৎপন্ন হয়, পল্লীতে ডাল, পল্লীতে পটল, পল্লীতে আলু, পল্লীতে ঝিঙ্গে উচ্ছে, পল্লীতে মাছ : পল্লীতে ডাব, নারকেল, আম, জাম, কাঁঠাল : পল্লীতেই শাক শজী। সহরে বড বড গোল গোল চৌকো চৌকো লম্বা লম্বা ঘোড়ার ডিম্ব ছাড়া আব কিছুই জন্মায না। সাদা কথায় ভেবে দেখুন, পল্লীগ্রামটো মানুষকে খাইষে পবিষে বাঁচিষে রেখেছে কি-না। পরিষে ? হ্যাঁ তা বৈ কি। তুলোর চাষও পল্লীগ্রামেই হয়। আমরা বাজালীবা তেল মাখি। তেলেব কল সহবে থাকতে পারে, সবষে, তিল, মসনে, তিসি, নারকেল সবই পল্লীগ্রামে। তেলে-জলে বাজালীর শরীব, তা স্বীকার করেন ত ? ও দু'টো জিনিষই পল্লীগ্রামে। ঘানির তেল মেখে পুকুরে বা নদীতে অবগাহন স্নান ক'রে এক পাথর মোটা ঢেঁকিছাঁটা চালের ভাত গিলুক তো দেখি বাজালী আবাব।

ইংরেজ বাজালীকে নন্ মার্শাল রেশ' 'যুদ্ধ-অক্ষম জাত' বলে লিখে রেখে গেছে। মিথ্যে কথা, ভয়ানক মিথ্যে। বাজালী

প্রতাপাদিত্যের নামে দিল্লী কাঁপতো, বাঙ্গালী বার ভূঁইয়ার ভয়ে বঙ্গসাগরে দস্যুদের—বোম্বটেদেব হাডেব ভেতরও কাঁপণ ধরতো। বেশী দিন নয়, পাঁচ সাতটা বছর বাঙ্গালীব ছেলে পেট ভ'রে ভাত ডাল মাছ খাক্, বগড়ে বগড়ে গায়ে সর্ষেব তেল মাখুক আব নদী তোলপাড় ক'রে স্নান করুক, আবার প্রতাপাদিত্য, মোহনলাল মেলে কি না দেখি আমি। ঘবে ঘরে আশানন্দ টেকি জন্ম গ্রহণ ক'বে শত্রুকে টেকি পেটা না কবে ত আমি কি বলেছি।

আসল কথা হচ্ছে কি জানেন? কলকাতায় ব'সে বা দাঁড়িয়ে বক্তৃতাব তুবাড়ি ফুটিয়ে পল্লী সঙ্গঠন কবতে চাইলে আবার সেই বৃহৎ বৃহৎ অশ্ব-ডিম্ব হবে। যুদ্ধেব সময়ে কলকাতাব একটা সাহেব-হোলে ছুরি কাঁটা চালিয়ে মুর্গিব ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে 'গ্রো নোব ফুড ক্যাম্পেন' খোলা হয়েছিল। অল্প ক'রে কয়েকটি কোটি টাকা হাত বদল হোল শুধু—শূণ্য মিলিয়ে গেল। পাখা নেড়ে উড়ে গেলো—অব ফুড গ্রো কবলো গোকলে।

এই সামনেব পূজার ছুটিটা পল্লীগ্রাম পরিদর্শনের কাজ ক'রে আসুন আপনারা। আমাদের মত ঠাণ্ড ভায়ারাও যান, জোযান জোযান ছেলেবাও যান, শ্রমিক মজদুর ভাই ব্রাহ্মাররাও যান। তারপব, আপনাবাও ঠিক আমাদের মত "জয় পল্লীরানী" বলে বেবিষে পড়বেন, পড়তেই হবে—নিশ্চয় নিশ্চয়, এই ভবিষ্যদ্বাণী আমি কবে বাখলুম। মিলিয়ে নেবেন।

আমাদের সুন্দরী শিবোমণি নগরীরানী কলকাতা আর নাকি ভাব বইতে পারছেন না। কুঁচকিকণ্ঠা ঠাসা বোঝাই মোষ বা গরুর গাড়ীব ভাবে মোষ ও গরু জোয়াল ছেড়ে বেবিষে এসে ঘাড় বেঁকিয়ে বিদ্রোহ কবে, আপনাবা নিশ্চয়ই এই দৃশ্য দেখেছেন। গাড়োয়ান ছপাং ছপাং ক'বে ছিপটি, ধপাস ধপাস ক'রে লাঠি পিটছে। জীব দুটি দমাদম মাব খাচ্ছে, ঘাড় গুঁজে শিং বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছে, ফোস্ ফোস্ ক'রে নিঃশ্বাস ফেলছে, তবুও জোয়াল ঘাড়ে নেবে না।

কারণ, তত ভারি বোঝা বইতে পারছে না। কলকাতারও নাকি সেই অবস্থা হয়েছে। কলকাতা আর পারছেন না। শ্রীমতীর ঘাড়ে যুদ্ধের সময় থেকেই বোঝা চাপতে শুরু হয়েছিল। যুদ্ধ থামলো, কিন্তু বোঝাও নামলো না, ভারও কমলো না। আবাব এমন এক ‘অদৃশ্য যুদ্ধ’ শুরু হয়ে গেছে যে, তাঁর ঘাডেব ‘লোড’ এমনই গুরুতর হয়ে উঠছে যে, সুন্দরী নাভিশ্বাস আবস্ত হয়েছে। বাঁচে কি বাঁচে না—এখন তখন ভাব। পূর্ব পাকিস্তান থেকে, মামদোব ভয়ে ছুড ছুড ক’রে লোক কলকাতায় চলে আসছেন। ভয় সত্যি, না, মিথ্যে ভয় তা ভাববাবও সম্মত নেই, ঘর পোড়া গরু, সিঁদুবে মেঘ দেখলেই যেমন ল্যাজ উচু ক’রে ছোটো, পূর্ব বঙ্গেব লোকও তেমনই ছুটেছেন।

সপ্তাহে সপ্তাহে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার নবনারী কলকাতাব স্বাক্ষে আবোহণ করছেন। অবস্থা কাহিল—ব্রেক ডাউন, ভেঙ্গে পড়ে পড়ে। কিন্তু যাবা আসছে তাদের “না” বলতে পাবে এমন বঠিন প্রাণ লোক বোধ করি নেই। আব “না” কবলেই বা শুনবে কেন ? তারা আসবেই।

তাই কিছুদিন ধবে নানান জন, নানান পবামর্শ দিচ্ছেন। রোগ জটিল ও অবস্থা সঙ্গীন হলে তা বড ত বড ডাক্তাব বাড়িব দবজায় দবজায় যেমন ঘুরতে হয়, ঠাকুব দেবতা, মাদুলী, তাগা তাবিজেরও তেমনই সন্ধান কবা হয়। কেউ বলছেন শ্র্যাটলাইট সহর তৈরী করা হোক ; কেউ বলছেন, ঘাড ধ’রে ধ’রে সব লোককে গ্রামে পাঠিয়ে দাও, আর সহরতলীব রেলগুলোকে বিদ্যুতে চালাও—বোম্বাইয়েব মত, লোকগুলো ঝপাঝপ ইলেকট্রিক ট্রেন চড়ে গ্রাম থেকে সহরে ও সহর থেকে গ্রামে আনা গোনা ককক। কেউ পরামর্শ দিচ্ছেন, কলকাতাটাকে বাড়িয়ে ফেল না বাপু। পশ্চিম-দিকে গঙ্গানদী, ওদিকে ত পা বাড়াবার উপায় নেই ; অগ্র তিনটি দিকেই নগরীটিকে না-হয় বাড়িয়ে যাও না বাপু।

এ্যাং যান্ন ব্যাং য়ায়, দেখে দেখে খলসে বলে আমিও বা না

যাই কেন ? আমিও একটা পরামর্শ দিয়ে ফেলি। মে'ল্লার দৌড় যেমন মসজিদ পর্য্যন্ত, আমাবও দৌড় আপনারা পর্য্যন্ত। পরামর্শটা আমি আপনাদের সঙ্গেই করবো। আমি, শ্রমিক মজদুরদের অসীম শক্তিশালী ব'লে জানি, শ্রমিক মজদুরবা অসাধ্যসাধনক্ষম তা আমি মানি। আমি কাষমনে বিশ্বাস করি, আমাদের এই দেশকে বড় করবার, ধনশালী করবার, সমৃদ্ধ কববার, সুন্দর ভারতবর্ষকে সুন্দরতম কবাব যোগ্যতা তাঁদেরই আছে, তাঁরা বড় কাজ করতেও পাবেন, আবার বড় বড় কাজ তাঁরা কবতেও পাবেন। তাঁরা যা চাইবেন, তাই হবে, তাঁরা যা কবতে বলবেন, বাট্টিও তাই করবেন। তাঁরা হালান দেশেব মেকদণ্ড।

আমি বলি কি, দেশে চলাচল ব্যবস্থা নেই, সকলের আগে চলাচল ব্যবস্থা খুল দেওয়া হোক। দেশে বাস্তা নেই বললেই হয়। ইংবেজ প্রায় দ'শ বছর সাম্রাজ্য কবে গেছেন, সোনার ভাবতবর্ষেব দোলাত বিলেতাতিক সমন্ধিশালী ক'বে, পৃথিবীর মধ্যে ইংবেজ জাতি গণনীয় মাননীয় হয়েছিলেন কিন্তু আধ মাইল লম্বা একটি বাস্তাও কি বাজারের টাকা থেকে ইংরেজ মহাবাজ এট দেশ তৈরী কবিয়ে ছিলেন ? না, একটিও না।—বাস্তা অর্থাৎ বাজপথ হচ্ছে দেশেব প্রাণ। বাস্তা দেখেই দেশেব অবস্থা ভাল কিম্বা মন্দ, দেশ উত্তম অথবা অধম, দেশ সমৃদ্ধ বা দেশ দরিদ্র তা অনাধাসে বোঝা যায়। শুধু কি তাই ? গ্রাম গ্রামান্তর পর্য্যন্ত ভাল বাস্তা থাকলে খাবার দ্রব্য হোক, অল্প জিনিষ হোক, আমদানী রপ্তানী ক'রে ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে লোকে অর্থ উপার্জন কবতে পাবে। আবার গ্রামে যে যে জিনিষের দরকার তা'ও আনতে হ'লে বাস্তা ছাড়া তাব অল্প কোনও উপায়ই নেই। কলকাতা থেকে মাত্র ছাব্বিশ মাইল দূবে আমবা একদিন একটি গ্রাম দেখতে গেছলুম। বাস্তাও নেই, ঘাটও নেই, গাড়ীও নেই, ঘোড়াও নেই। আমাব সেই গ্রামগ্রাম টাঙ্গপোর্ট, আদি ও অকৃত্রিম স্বদেশী যান—গো রথে খানিক, শ্রীচরণদাবুর জুড়িতে চ'ড়ে খানিক, জুতো পায়ে খানিক, জুতো হাতে খানিক,

কাপড়ের কৌচা উচু করে খানিক, কৌচা কোমবে তুলে খানিক, এই বকম কবতে কবতে আমবা গ্রামে গিষে উপস্থিত । চাব পষসা ক'রে দেড গ্রাস জল ভবা ডাবেব জলে আকঠ উদব পুবিষে, চাব আনা সের বেগুণ, তিন আনা সেব বিজ্ঞ ও আট আনা সেব ছান। কিনে যব আগে পুনবাগমন কলকাতায় একটা ডাব চাব আনা, বেগুণ একটাকা, বিজ্ঞে আট আনা সেব । সেখানকাব লোকে প্রাণ ভ'বে ডাব ও তরি তবকারী খেতে পান, তা সত্যি । কিন্তু ওগুলো বেচে নগদ পযসা রোজগারও হয় না, অণু জিনিসও পাওয়া যায় না । কিন্তু বাস্তা থাকলে ও দুটি কাজই হতে পাবতো ।

চারদিকে বন বাদাড অঙ্ককার করে বেখে দিযেছে, পতিত জমিই কি কম পড়ে আছে ? কোথাযও খানিকটা ঝোপ জঙ্গল, কোথাযও কতকগুলো বাবলা গাছের সাবি আব কুকুর শৌকাব গাছ ও বহুলতা । কেউ ফিবেও চায় না, দেখেও দেখে না । কিন্তু একটা লম্বা টানা বাস্তা তৈবী কবা হোক ত, সঙ্গে সঙ্গে হতশ্রী গ্রামেব শ্রী ফিবে যাবে । পাখী যেমন ঠোঁটে কবে কুটো নাটা নিয়ে গিয়ে গাছে বাসা বাঁধে, এই মানুষ পাখীও-অমুন বাস্তাব ধাবে ধাবে ইটেব পাবে ইট সাজিয়ে হোক কিংবা কাদাব দেওয়াল তুলে হোক দিব্য “নেষ্ট” বানিয়ে ফেলবে । কাবও বক্ততা দেবাব দবকাব হবে না, খবরেব কাগজে প্রবন্ধ লিখতে হবে না, বেডিশেষ “টক” করতে হবে না, মানুষ ঝড়াঝড় বাসা বেঁধে গ্রাম, সহব, নগব, গঞ্জ, বন্দর ক'রে তুলবে, দোকান পশার, হাট বাজার জম জমাট হায় পডবে —মানুষের কলবে জম জম গম গম করতে থাকবে । আমাব কথা সত্যি কিম্বা মিথ্যে তার প্রমাণ চান ? বেশ, প্রমাণ দিচ্ছি । একটা রেলের ইঞ্জিনান অথবা জাহাজ ঘাটের কথা মনে ককন আর ভেবে দেখুন, ‘পার্থসাবখী’ ঠিক বলছেন কি-না । গ্রাম নিশুতি, যেন শ্মশান, লোকের বাস আছে কিম্বা নেই, বোঝা দায ; কিন্তু ইঞ্জিনান্টির কাছে যান, দেখবেন দোকানে দোকানে হুকোর ভড়াং ভড়াং আওয়াজ হচ্ছে ; দোকানীতে খদ্দরে দাম নিয়ে ওজন নিয়ে

নগদ কিম্বা ধাব এই নিয়ে বচসা চলছে, তারই মাঝে ছেলে মেয়ের বিষের কথা, কুটম্বিতার গল্প, বাজনীতির কাহিনী, সমাজনীতিব কেচ্ছাও বেশ হচ্ছে। পৃথিবী যে অচল নয়, সংসার যে চলছে, মানুষ যে ম'রে ভুত হয়ে যায় নি তাব এক হাজাব এক শ এক বকম প্রমাণ একদণ্ডে পোয়ে যাবেন। কাবণ ঐ আগেই বলছি, যেখানে চলাচল ব্যবস্থা, যেখান “কমিউনিসমান,” সেইখানেই মানষ। আর যেখানে মানষ, সেই থানেই কাজ। যে দেশে চলাচল ব্যবস্থা ভাল ও বেশী—সে দেশ তত সমৃদ্ধ, তত উন্নত, তত ধনশালী। আমাদের দেশে চলাচল ব্যবস্থা নেই, তাই আমাদের দ্রুত আমবা ত কাঁদছি, বেশীদিন আরও যদি এই বকম সুব্যবস্থাই থেকে যায়, আহা মরি মরি! বাস্তাব্যটি চলাচল ব্যবস্থাব উন্নতি না হয়, তা' হলে, আমাদের দুর্দশায় আমবা ত ছার, শেষাল ককুবও ভেউ ভেউ করে কাঁদবে।

এখন কথা, আপনাবা কি করতে পাবেন? আমি বলবো, সবই করতে পাবেন। আমরা গানের সব লোক মিলে খোট গুটে খানিক খানিক ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে পারি। আমাদের উদ্যম ও উদ্যোগ দেখলে গভর্ণমেণ্টও ঠ'টো জগন্নাথ হয়ে ব'সে থাকবেন না, কাবণ গভর্ণমেণ্টও ত আমবাঠি গো নশাই, আপনাবাঠি।

আমাদের বাঙ্গালী কবি বাঙ্গালীর গৌরবের কথা বলতে বলতে একটি গানের একটি ছত্রে বলেছিলেন :—

“একদা যাহাব অর্ঘবপোত ভ্রমিল ভাবত সাগরময়”। এব মানে একদিন বাঙ্গালীর জাহাজ ছিল। আর সেই জাহাজ ভারত মহাসাগরে ঘুবে বেডাত। হাঁ। আমাদের দেশের বাণিজ্য জাহাজ চালাত। জাভা, জাপান, শ্রাম, মালয়, ব্রহ্ম, সিংহল, জাপান ও সুদূর চীন মহাদেশ পর্য্যন্ত আমবা পণ্য পাঠাতুম, সেখানকাব জিনিষও এদেশে আনতুম। এটা হল বৈদেশিক ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের কথা। আমাদের দেশের ভেতরকাব বাণিজ্যও নৌকা করে চালানো হোত। সত্যনাবায়ণের কথায় আপনাবা নিশ্চয়ই

পুকত ঠাকুরের মুখে বণিকের মাল ঘোঝাই সাত সাতটা ডিঙ্গা ভুবে যাওয়াব এবং সত্যপীবেব দয়ায় আবার ডোবা ডিঙ্গার উদ্ধারের কাহিনী শুনেছেন। ছেলেবেলায় ঘুম পাড়ানো ও ছেলে ভুলানো ছাড়া সাজান নৌকোর সুখ্যাতি কি আপনারা শোনেন নি নাকি ? আমবা শুনেছি : নোন তাব ছোট ভাইবোনকে ভোলাচ্ছে :

“এই নৌকা চড়ে দাদা বৌ আনবে কাল।”

আমাদের দেশকে আমবা নদী-মাতৃক দেশ বলি। নদী-মাতৃক মানে নদীগুলি যেন মা হয়ে আমাদের পালন-বাড়েন, খাওয়াচ্ছেন, পবাচ্ছেন, মানুষ কবছেন।

আমাদের এই পশ্চিম বঙ্গের ভাগীবথী নদীটির কথাই ধরুন না কেন। কোথাও কোন্ সুদূর দেশে, হাজাব পনর শ মাইল দূরে গঙ্গার উৎপত্তি: একটি একটি কবে চার চাবটি প্রদেশের ভেতর দিয়ে ব’য়ে ব’য়ে মৃত্তিকা সরস কবতে করতে বাঙ্গলা দেশের এক প্রান্তে এসে জাহ্নবী-গঙ্গা সমুদ্রে মিশে গেলেন। গঙ্গা নদীর জল হিন্দু ব’কাছে পবিত্র, স্বর্গ। হিন্দু এই জল পূজো কবে, এই জল স্পর্শ করে ধন্য হয়, এই জলে স্নান কবে পাপ বিমোচন কবে, মরণের পরে দাহ হয়ে গেলে শেষ অস্থিটি গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে ভাবে, পবলোকেও সদগতি হয়ে গেল। কেনন, এ ত আপনাবা সকলেই জানেন। এ হল ধর্ম্য কর্ম্মের কথা, সে যাক। ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাটি ভেবে দেখুন। পাজাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও বাঙ্গলা এই চাব চারটি প্রদেশের ব্যবসা বাণিজ্য ঐ একটি নদীর ওপর নৌকো ভাসিয়েই চলতো। পশ্চিম বাঙ্গলার প্রায় সকল জেলার মাল চলাচল গঙ্গা নদী দিয়েই হোত। ইংরেজের দেড শ বছরের অবহেলায় সেই গঙ্গার আজ কি দুর্দশা! আমাদের সে কালের ‘ম্যাক্সটার’ মুর্শিদাবাদের কাছটায় লোকে এখন হাঁটুর উপর কাপড় তুলেই এপার ওপার যাওয়া আসা কবে। আমাদের বাঙ্গলার গঙ্গা ছাড়া আরও কত নদ নদী ছিল, জেলার ভেতর দিয়ে, গ্রামের ভেতর দিয়ে কুলু কুলু রবে ছোট ছোট ঝিকমিকে চিকমিকে ঢেউ

তুলতে তুলতে বয়ে যেতো ; নৌকোর মাঝিরা সারি গান গাইতে গাইতে, সুখ-দুঃখের, হাসি-কান্নার গল্প কবতে কবতে, এখানকাব পণ্য সেখানে, সেখানকাব মাল অত্থখানে, এই করে বেডাত ।

নদীর ধারে ধাবে একটা গঞ্জ বা বন্দর গ'ড়ে উঠতো । হাজারে হাজাবে ঘর বাড়ী, শতকে শতকে দোকান পশাব, খাবারের দোকান, খেলনার দোকান ব'সে যেতো , গঞ্জ গম্ গম্ করতো । আমার দেশের কাছে সপ্তগ্রাম নামে একটা জায়গা আছে । আজ যেমন আপনাদের কলকাতার ভাবি নাম ডাক, ভাবি পশাব, একদিন সাত গাঁয়ের সেই বকম নাম ডাক, সেই বকম পশার ছিল । সপ্তগ্রাম ছিল মস্ত বড় বন্দর, তাই সেকালে সপ্তগ্রাম হয়েছিল বাঙ্গলার বাজধানী । হাজাব হাজাব নৌকো সপ্তগ্রামের বন্দর জম জমাট কবে বাখতো । আজ সপ্তগ্রামের নদীতে পাণের চেটো ডোবে না । ই বেজের কি দয়া ! শুধু কি সপ্তগ্রামের নদীর কথাই বলছি আমি, তা নয়, পশ্চিম বাঙ্গলার সমস্ত নদীব ঐ একই দশা । নদীব দুধাবে নিজ্জন বন বাদাড়, শূণ্য প্রান্তব ও ঘন জঙ্গল । আজ যদি একটা মরা নদাকে বাঁচিয়ে তোলা যায়, একটা নদীকে স্রোতাস্বনী কবা সম্ভব হয়, একটা নদাব বুকে হাঁসের ঝাঁকের মত নৌকোব ঝাক ভাসিয়ে দেওয়া যায়, তা'হলে নদীব দু'ধারে মরা জঙ্গল কেটে, বন বাদাড় সাফ ক'বে আপনা থেকেই জনপদ তৈরী হয়ে ওঠে । নদীব ধাবে ধাবে শিল্পকেন্দ্র গড়ে ওঠে, শিল্পকেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বাসও জমে ওঠে । ঘরবাড়ী তৈরী কবে দিতে হয় না, মানুষ পক্ষী হয়ে পিঠে ক'রে ইট, মাথাষ ক'বে খড়, কাঁধে ক'রে বাঁশ নিয়ে এসে নিজেবাই ঘরদোব তৈরী কবে নিধে ব'সে পড়ে ।

একদিকে রাস্তা আর একদিকে নদী সংস্কার, এই দু'টি হ'লে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রদেশ, অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গেও আমরা বহু অভাগা লোকের বসতির ব্যবস্থা অনায়াসে ক'রে দিতে পারি । রাস্তার ধারে ধারে অথবা নদীব তীরে তীরে দশ পনেরো মাইল অন্তর অন্তর এক একটা শিল্প কেন্দ্র বসিয়ে দিয়ে কুটীর শিল্প শ্রমক

ক'রে দিতে পাবি। শিল্পকেন্দ্রের লাগোয়া লাগোয়া ভূখণ্ডে মানুষের বসতি বসে যেতে দিতে কাবও আপত্তি হবে না। এক পাশে হবে শিল্প-গ্রাম, তারই আর এক পাশে হবে কৃষি-গ্রাম। যাবা শিল্প কাজ করবে তাবাই শিল্পগ্রামেব ঐ সব বসতিতে ঘর বাড়ী বাসা বানিয়ে বাস করবে আব বাকী লোকগুলি নিকটবর্তী কৃষি-গ্রামগুলিতে বাস ও চাষ করবে। যাবা শিল্পকেন্দ্র কাজ করবে শিল্প নগরে তাহেব জন্তে বাসস্থান তৈরী হবে, আব যাবা তা করবে না, গ্রামে থেকে তাহেব চাষেব কাজই করতে হবে। বাস্তায গরু বা মোষেব গাড়ী অথবা নদীতে নৌকা বোঝাই দিয়ে তারা চাষে উৎপন্ন দ্রব্য সহেব বা শিল্পকেন্দ্রে পাঠাবে ও সহেব বা শিল্পকেন্দ্র থেকে গ্রামেব দরকারী জিনিষপত্র ঐ গাড়ী বা নৌকা ক'রেই তারা গ্রামে নিয়ে যাবে। ইউরোপে একে বলে গ্রিড সিস্টেম। গ্রিড সিস্টেমে গ্রাম সংস্কার ক'বে ইতালিৰ মুসোলিনী ও হিটলাবের জার্মানী পৃথিবীৰ মধ্যে উন্নততম দেশ হয় উঠেছিল। পাশে পা দিয়ে যুদ্ধ বাধিয়ে গোলাঘ না গেলে ইটালী বা জার্মানীৰ লোক চিরস্মৃখী হয়ে থাকতে পাবতো।

শিল্প গ্রামেও কিছু কিছু সবুজ জমি রাখবাব ব্যবস্থা করতে হবে, কাঁচা ও তাজা তবিতবকাবিব জন্তে। এই ধরণেব জমিকে হিটাবগ্যাণ্ড বলে। শিল্প-গ্রাম সাজাবাব পক্ষেও হিটাল্যান্ডেব দাম অনেক। শস্তেব ও গাছপালাব সবুজ বড় ও অ'কাশেব নীল, এবং জলেব নীল আছে বলেই মানুষেব চোখগুলোর আবাম হয়, শুধু ঘরবাড়ী ও ইট পাথর দেখতে দেখতে চোখেব ডিসপেপসিয়া হয়ে যায়।

প্রায় দু'শ বছর দোদীপ্ত প্রতাপে রাজ্য করলেও দু'টি একটি রেললাইন বসান ছাড়া ইংরেজ আমাদেব দেশে চলাচলেব কোন ব্যবস্থাই করে নি। রেল ভাল অবিশিষ্ট, কিন্তু দূর দূর দেশেব জন্তেই রেল ভাল, কাছাকাছি বা খুচ খুচ খুচবো দূরছে রেল ভাল নয়। এ সবেব জন্তে রাস্তা ও নদী বা খালই ভাল। পেট্রোলের ট্যাক্স থেকে আব মোটর গাড়ীর কর থেকে বছরে কত কোটি কোটি টাকা।

বাক্সলার লাভ হয়। এখন বাক্সলা দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ায় ট্যাক্স কিছু কমবে বটে কিন্তু খুব বেশী কমবে বলেও মনে হয় না। পেট্রোল ও মোটর গাড়ী পশ্চিম বঙ্গেই বেশী চলে; তুলনায় পূর্ববঙ্গে অনেক কম। তার আমাব অনুমান অনেকগুলি কোটী টাকা বাক্স জমবে। এই টাকা খাটিয়ে অনেক চলাচল ব্যবস্থা তৈরী করা সম্ভব। গভর্ণমেট চিন্তা করতে থাকুন, আর আমরা আমাদের দ্বারা কোন্ কোন্ কাজ হ'তে পারে তাই ভাবতে থাকি। জয়গাঁওয়ের 'জয় নালী'র কথা আমি আগে একদিন আপনাদের কাছে বলেছি। তাতে এখন নৌকা চলছে; আশা আছে, ছোট খাট স্টীম লঞ্চ, স্টীমারও চলবে। এই খালেব দু'ধাবে শ্রামল শস্যক্ষেত্র দেখলে চোখেব পাপ পালায়। প্রত্যেক গ্রামবাসীই ইচ্ছে করলে গ্রামেব ধাব দিয়ে বসে-যেতো, কিন্তু এখন-নেই এই ধরনের হাজা মজা নদীগুলিকে বাঁচিয়ে হৈ হৈ রে বৈ কবে তুলতে পাবেন।

ভাইসব, বিজয়ার নমস্কার ও আদাব জানাই। আমি হিন্দু, তাই বিজয়ার পরে আপনাদের সঙ্গে আজ প্রথম দেখা হচ্ছে, ক্রীতি সম্ভাষন জানানো আমাব কর্তব্য। আমি হিন্দু'কও কোলাকুলি করতে চাই, আব মুসলমানকেও আলিঙ্গনে বাঁধতে চাই।

কিন্তু ভাই আমার মনে সুখ নেই। আমাব ব্রাহ্মণী নোটিশ দিয়েছেন ভাত রাখতে পাববেন না। বলেছেন যতদিন না কল্লা পাওয়া যাবে, তিনি রান্নাঘরে ঢুকবেন না, আড়া থেকে ভাতের হাঁড়ি নামাবেন না। সদ ব্রাহ্মণেব কথা, পূর্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠলেও কথার নডচড হবার নয়। অতএব অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াল, বুঝতে পারছেন ত? দিন দুই আগে মশাই, দু'ঘণ্টা কিউয়ে দাঁড়িয়ে পাঁচ সেব কল্লা পেয়েছিলুম। দু'দিন, এক বেলা ক'রে বেঁধে, গ্রাশানালা ফ্রিজিডেয়ারে রেখে দু'বেলা ক'রে চালান গেছল। কিন্তু আজ সকালে দেখা গেল, আকাশ ঝাঁচ দেবার মত দু'টুকবো কল্লাও নেই। রান্না বন্ধ। কাজে-কাজেই গ্রাশানালা ফ্রিজিডেয়ারও অকেজো। গ্রাশানালা ফ্রিজিডেয়ার অথবা আদি ও

অকৃত্রিম স্বদেশী রেফ্রিজারেটরটি কি, তা আপনারা জানেন ত ? যদি না জানা থাকে, শুনে নিনু। সকালে ভাত বান্না হোল, দুপুরে যা পারলেন, আধপেটা বা পোণে পেটা খেলেন আর বাকীটা একটা পাথরেব জাম বাটীতে কলের ডিসটিলড ওয়াটার অর্থাৎ কিনা জল টেলে একটা বাটী বা পিঁড়ে চাপা দিখে রেখে দেবেন। সাবধান, বেডালটা বাটপাডি না কবে বসে। কি, হাসছেন যে। ওঃ আপনারা জানেন ? পাস্তা ওর নাম ? পল্লীগ্রামের লোক পাস্তা বলতে পারে, উডেরা পাঁকাড ভাতও বলতে পারে, কিন্তু আমরা বাঙালানী কলকাতা সহরের লোক। আমরা বলি, আশানাল ফ্রিজিডেবার। যম্মিন্ দেশে যদাচারঃ।

আচ্ছা, আপনাদের কাছে আমার একটা সঙ্কল্প ভিক্ষা আছে। আমি খবর পেয়েছি আপনাদের অনেকের ঘবে মোষ আছে, মোষের গাড়ীও আছে। আপনাদের সকলের মিলিয়ে কতগুলি মোষ আছে ? শ'খানেক হবে, বেশ, বেশ, আব ভঁইষা গাড়ী, খান ত্রিশ চল্লিশ—বাঃ উত্তম হয়েছে। এই গাড়ী ও মোষগুলি দয়া করে ধার দেবেন, এই গরীবকে ? আমি শ্রুদসমেত মজুবী পুর্বোপরি দোব, একটি আধলা পয়সা তঞ্চকতা কববো না।


মশাই ওগো, শুনেছেন আপনারা, বেলেব ড্রাইভার নেই, ড্রাইভারের অভাবে রেল চলেছে না, কয়লাব খনিতে কয়লাব হিমালয় পড়ে আছে, ওয়াকগন নেই, কয়লা আসছে না। ড্রাইভাররা সব বেশীর ভাগ ছিল মুসলমান, তাবা পাকিস্তানে চলে গেছে, ড্রাইভার তৈরী কবতে এক বছর থেকে তিন বছর সময় লাগবে। আমার ব্রাহ্মণীর ধর্মুর্ভঙ্গ পণ, কয়লা না এলে তিনি রান্নাঘরে ঢুকবেন না। আমি কি তবে আগামী তিন বছর গুড মুর্ডিই খেতে থাকবো ? পেট্রোলের নাকি ভারী টানাটানি। মোটর লরী গিয়ে খনি থেকে কয়লা আনবে তা'ও নাকি সেই জন্তে সম্ভব হচ্ছে না। আর লরীই ছাই এত পাওয়া যাবে কোথায় ? বিলেত থেকে আসবে, তবে ত ? সে এখন সাত সমুদ্রের কথা। বিলেত থেকে লরী তৈরী

পরী চলো

হষে ভারতবর্ষে এসে কয়লা বইবে। বিবি বড় হতে হতে সাহেব না গোবে যায।

এখানে লবী তৈবী হবে? বেশ ত', হোক না। বাজালী, মাড়োয়াবী, সিদ্ধি কোটীপতি মোকত অনেক আছেন তাঁরা লবী তৈবী কবতে থাকুন,—বিডলা ডালমিঞা সাহেবেয়া ক্রোড পতি, তাঁরাও লেগে যান, আমবা পুটি, কুচোচিংডী দবের লোক, সুন্দরী কাঠ কেটে ভঁইষা গাড়ী ঝপাঝপ্ খানকতক ক'বে ফেলি আশুন। মোদেব গাড়ীতে তিবিশ মণ কয়লা অনায়াসে বোঝাই হয়। এক জোড়া মোষ দিনে বিশ মাইল বেশ চলে। প্রতি বিশ মাইলে আমরা মোষ জোড়া বদল করবো। কলকাতা থেকে কয়লাখনি এক'শ চল্লিশ মাইল পথ বৈত নয়। সাতদিনে কয়লা এনে যাবে।

আগেকার কালে যখন বেল হয় নি, তখন আমাদের দেশে ঘোড়ার উটের ও গরুর গাড়ীর ডাক ছিল এ বোধ হয় আপনাবা শুনেছেন। দেশেব এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্য্যন্ত ঐ ডাক গাড়ীই জিনিষপত্র ও ডাক নিয়ে যেত এবং নিয়ে আসতো। ত্রিশ চল্লিশ মাইল অন্তর অন্তর অন্তর ঘোড়া বদলে বদলে যতদূর হোক না কেন, ডাক নিয়ে যাওয়া আসা হোত। একে ঘোড়ার ডাক বুলতো। আমরা আমাদের কাজকে কষলার ডাক বুলবো। গাড়ীগুলো খনির দিকে যাওয়ার সময় খনি অঞ্চলের কোন জিনিষ বোঝাই ক'বে যেতে পারে যদি, তাহ'লে ভারি সুবিধে। ধকন আমাদের প্ল্যানটা এই বকম হোল :—

জানা গেল যে কোনও ব্যবসায়ী কি গভর্ণমেন্টে, বর্দ্ধমান জেলাব আসানসোল অঞ্চলে গরুর খাগ, খোল কিম্বা জমির সার (ম্যানিওর) পাঠাবার কথা ভাবছেন। আপনাবা গিয়ে তাঁদের বলতে পারেন যে, মশাই আমাদের গাড়ী যাচ্ছে, ভাড়া দিন আমরা জিনিষ পৌছে দেব। তাঁদের রাজী না হবার কোন কারণ নেই। আজ  সোমবার সকাল ৭টায় গ্রাশাটাল ট্রান্সপোর্ট কলকাতা থেকে

ছাড়লো, সন্ধ্যা হবে, ২০ মাইলের মত—চুঁচডোয়। আগে থেকে চুঁচডোয় এক জোড়া মোষ পঠানো হয়েছে। কলকাতার মোষ জোড়াকে চুঁচডোয় বেখে চুঁচডোর মোষ জোড়াকে জোয়ালে জুড়ে রওনা দেওয়া হোল। আবার কুড়ি একুশ মাইল পবে, চল্লিশ মাইলেব মাথাষ মোষ বদল। তারপব ফেববার পথে যে যে জায়গায় মোষ রেখে গেছি বিশ্রাম করবার জন্তে, সেই সেই জায়গায় মোষ বদলাতে বদলাতে শেষ পর্যন্ত আমাদের কলকাতায় আগমন। আসানসোল অঞ্চল কয়লা কেনা হোল, বাস্তাব খবচ খরচা ধরে যা দাম পড়লো, সেই দামে বা কিছু লাভ বেখে বলকাতাব গেরস্তব ঘরে কয়লা বিক্রী কবা গেল। গিন্নিদের হাঁড়ী মুখে হাসি ফুটলো, অধীনেব ব্রাহ্মণী পুনরায় বাগ্মা ঘবে ঢুকলেন। কি বলেন, দেবেন, মোষ ধাব? আমাকে না দেন, নিজেরাই গ্রামাঞ্চাল ট্রান্সপোর্ট এ্যাণ্ড কোল্ ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী খুলে দিন না কেন?

আসল কথা হচ্ছে কি জানেন? স্বাধীন দেশের লোক সকল বিষয়ে পবোধীন হ'য়ে পড়ে থাকে কেন? বিলেত স্বাধীন দেশ। এবছব সে দেশেব শ্রমিকদেব যতখানি ইম্পাত তৈবী কব্বাব কথা ছিল, শ্রমিকবা তার সওয়া গুণ বেশী লোহা ও ইম্পাত ক'য়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, শ্রমিকরা ইচ্ছে কব্লে অসাধ্য সাধন কব্তে পারেন। আমাদের স্বাধীন দেশেব মানুষরাও দেখিয়ে দিন্ যে, তাঁরাও ফেলনার নন।

মোষের গাড়ী ক'বে কয়লা খনি অঞ্চল থেকে কয়লা আনবার কথা বলছিলুম। কথাটা ঠাট্টা কবে বলি নি। কবা যায় সত্যি, ভেবে চিন্তে এই বিবেচনা কবেই তবে ঐ কথাগুলি বলেছি। আজ বিলেতের দেখাদেখি আমরা সাহেব হয়ে পড়েছি তাই, নইলে ঐ গাড়ীই ছিল আমাদের গ্রামাঞ্চাল ওষেলথ—জাতীয় সম্পদ। গরু বা মোষের গাড়ী ও নৌকো দিয়েই এই বিশাল ভাবতবর্ষ ব্যবসা বাণিজ্য, আমদানী রপ্তানী চালাতো। ও গুলোর স্পীড নেই, বড় ধীরে সূয়ে চলে, ওদের দিয়ে আজকের তড়ি ঘড়ি কর্ম চলতে পারে

কি না এটা অবস্থা ভাববার কথা বটে। কিন্তু আমি বলি কি, যার একটাও মামা নেই, কানা মামা পেয়ে সে যেমন খুশী হয়, আমাদেরও তেমনই বাসি আকা না রেখে কিছু কিছু কাজ শুরু করে দেওয়া যেতে পারে।

একটা কথা উঠবেই, এত গরব গাড়ী আছে কি? যেগুলো আছে সেগুলো ত কাজ কবছেই, তবে কয়লাব ডাকের জন্যে গাড়ী কোথায় পাওয়া যাবে? এ কথাব উত্তর আমি বলবো, গরব গাড়ী তৈরী কবতে অনেক বেশী সময় লাগে না। আমেরিকা বা ইংলণ্ড থেকে মাল কিনা মিস্ত্রী আনাবাবও দরকার হয় না। বনে সুঁদরি গাছ আছে, গ্রামে গ্রামে বাঁশব বন আছে, ঘবে ঘাব পাট, শণ ও কাতাব দড়িও আছে, ঘর ঘরে কবাত, কুড়ল, শাবল, দা, বাঁদা, ঘিস্কাপও আছে। আব গ্রামে গ্রামে কামার শালাও আছে। চাকার হাল তিনি ছাড়া আব কেউ কবাত পাবেন না। পুরানো লোহা গলিয়ে তিনি হাল তৈরী কববেন। হাল কবাত তাঁব কতক্ষণ সময় লাগবে? জানেন 'হ, ঘোড়া হাল চাবকেব অভাবে কাজ আটকে থাকে না। গাড়ী তৈরী হাল কি আব হালের জন্যে ব'সে থাকতে হবে? ববাবেব চাকাও লাগিয়ে নেওয়া যেতে পারে। ববাবেব চাকায় নাকি ভইষা গাড়ীবও স্পীড বেড়ে যায়। কংকট বা টাব মাকাডামব বাস্তায় ববাবেব চাকাওলা ভইষা গাড়ী চললে বাস্তাও ভাল থাকে। ববাবেব চাকাও, ভাই, বিলেত থেকে আনতে হ'ব না, আমাদের দেশে যথেষ্ট ববাবেব চাকা তৈরী হচ্ছে। আমাদের ভূগলীর গায়েই শাপবে ডানুলপ কোম্পানীর যে কারখানা আছে সেই ডানুলপ একলাই বাঙ্গলা দেশেব সমস্ত গ্রাশানাল ট্রান্সপোর্টর পায়ে পাড়কা পবিষে দিতে পারে।

তারপব কথা উঠবে, অত মোষ কোথায় পাওয়া যাবে মশাই? কলকাতা শহরে কত মোষ আছে, অনুমান ককন তো। নামজাদা খাটাল গুলো ছেড়ে দিন, সহবে যেখানটায় একটু খালি জমি আছে সেইখানেই পশ্চিমে গে'যালাবা দশ বিশ পঞ্চাশটে মোষ বেঁধে

ফেলেছে। সালতি বালতি দুধে ঘড়া ঘড়া জল ঢেলে কলকাতার লোককে 'খাটি' দুধ খাওয়াচ্ছে। কেমন ত? এগুলো অবিশ্রি সবই মাদি মোষ। মেঘে মোষকে দিখে গাড়ী টানানো উচিত নয়, তা আমি জানি। কিন্তু ঐ গোষালাবা যেখান থেকে স্ত্রীমেষ আনে, সেখানে পুষ্ক মোষও ত আছে? আনানো যায না কি? এখানে যে সব স্ত্রী-মোষ আছে, তাদের কি পুষ্ক বাচ্ছা হয় না? তাবা কি ষড়যন্ত্র ক'বে সবই মেয়ে প্রসব করে?

দেখুন ভাই, ইংবিজিতে একটা কথা আছে Where there is a will, there is a way অর্থাৎ কিনা, ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। কথাটা সত্যি, সত্যি, সত্যি। তিন সত্যি কবে বলছি, সত্যি। কিছু করবো না, বসে থাকবো, হাত পা নাড়বো না, জবদগব হয়ে তীর্থের কাকেব মত পবের অন্তগ্রহ চাইবো, তা' হ'লে শুধুই অন্ধকাব দেখতে হবে, হতাশাই হতে হবে : কষ্টই পেতে হবে।

আমি যে পণ্য বাড়াও পণ্য বাড়াও, জিনিয় বেশী ক'বে উৎপাদন করো, উৎপাদন ক'বো ব'লে সাধি সাধনা কবি, সে কি শুধু কাবখানাব কপ্তচারীদের উদ্দেশ্যেই বলি? না, গ্রামেব ছুতোব, জেলে, কামাব যিনি যে কাজ কবেন, তাঁকেই আমি বলি, কাজের মাত্রা বাড়াতে। গোষালা যে, সে দয়া ক'রে দুধই বাডাক, সে'ও ত দরকার। ছেলেপুলেগুলো, বুড়ো শুড়ো, লোকে খেবে বাঁচুক। যার বেডাব গাষে সিম ও উচ্ছে ছাড়া আর কিছু নেই, সে ঐ দু'টোই বাডাক, তাও ফেলনাব নয়।

গরুর গাড়ী, মোষের গাড়ী যাবা তৈরী করেন, তাঁরা তাই দশখানা বিশখানা বেশী করে তৈরী করুন, তাবও বিশেষ দবকার। বিলেত মোটর লবী পাঠাবে, বড লোকেরা ও শিল্পপতিরা মোটর ট্রাক তৈরী ক'রবেন, এ সবই বড বড কথা, সময় সাপেক্ষ। ষথাকালে হয়, হোক না, কেউ-ত বারণ করছে না। মাদোন্নারী বিডলা—ডালমিয়ারা নাকি কারখানা টারখানা বসিখে দিলেছেন—বেশ করেছেন, অতি উত্তম করেছেন। আমরা—বাল্লা মায়ের

সম্ভানেরা—তাদের পানে জুল জুল ক’রে চেয়ে থাকি? কেমন? আমাদের বাজারী বডলোকবা কিছু করেন না কেন? অনেকের শুনি টাকায় ছাতা ধরে যাচ্ছে। তবু তাঁরা নড়বেন না কেন? আপনি ও আমি পু’টিগাছ, আমাদের দ্বারা মোটর টোটর হবে না, তা ঠিক, কিন্তু ওটা হবে না ব’লে কি অন্য কাজেও আমবা হাত দোব না? কবে বাধা নাচবেন, সাত মণ তেল পুডবে, সেই আশাতেই দিন কাটাতে হবে? নিশ্চয়ই না।

আপাততঃ কিছু কবে পৃথিবীটাকে চালু রাখতে হবে-ত—লোককে খাইয়ে পবিষে বাঁচিয়ে রাখতে হবে-ত। তাবই জন্তে কাজ বাড়তেই হবে—পণ্য বৃদ্ধি কবতেই হবে, উৎপাদন বৃদ্ধি কবাই চাই। একটি ছোট সব ছুঁচ—অশ্রুস্ত অন্ন মলা, কিন্তু গেবস্তের স’সাবে তাবও অনেক কাজ।

আজকেব খববেব কাগজে খবব বাব হইছে যে নভেম্বর মাস নাগাদ কষলার ঝামেলা মিটতেও পার, ততদিন পর্যন্ত,

“খাকুর কুকুর আশাব আশে

ভাত দোব হোবে অজ্ঞান পোষে।”

কেমন?

তার চেয়ে নোষেব গাড়া চ’ডে কয়লা খনি যাত্রা কবা কি ভাল নয়?

আপনাবা ভেবে দেখুন, কোনটা ভাল? ভিথিবীর মত থলে বাডে করে দোকানে দোকানে কিউ দেওয়া ভাল, না, যা থাকে কুল কপালে ব’লে কষলা আনতে বেরিয়ে পড়া ভাল?

আমি কাল বলেছি, আজও বলছি, আমাদের শাসাশাল ওয়েলথ হচ্ছে ঐ ভইষা গাড়া, গকব গাড়া। অনেক বড় লোক মশাই আছেন, যারা বিয়ে ফুবো/ল ছাঁদনায লাখি মাবেন। আমরা, রেল, মোটর, এরোপ্লেন, সি’প্লনগুলো দেখে আমাদের দুঃখী শাসাশাল ট্রান্সপোর্টখানার পানে ফিবেও চাই নে। কলকাতার রাস্তায় ক্যাচ কোঁচ রবে, হেট হেট শব্দে গদাই লঙ্করী চালে, আপনার মনে

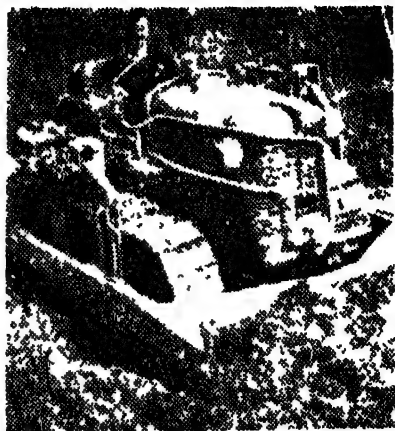
ভৈববী ভাঁজতে ভাঁজতে চলতে দেখেও আমরা চটে মটে কাঁই হইছি, অনাদবে অযত্নে অবহেলায় বড় বাস্তা ছেড়ে তারা গলি ঘুঁজিতে মুখ লুকোয়। আমরা যতই স্বদেশী স্বদেশী বলে চীৎকাব কবি না কেন, মনের মধ্যে আমবা খাঁটি বিদেশী বনে গেছি। ভঁইয়া গাড়ী নামেই আমাদের নাক অক্টাবলোনি মনুমেণ্টের মাথায উঠে যায়।

শ্রাশ্রাণাল ট্রান্সপোর্টকে মডার্ন অর্থাৎ আধুনিক ও ফ্যাসানেবল কবাবাব একটা উপায় আসাব মাথায গজিয়েছে, বলছি শুনুন। আপনাবা নিশ্চয়ই দেখেছেন, যুদ্ধের বাতিল কবা লাখ লাখ গোটের গাড়ী খুঁবা (যাক্সল) ও চাকার কাঠামো (বিম) যেখানে সেখানে পাহাড় পর্বত হয়ে আছে। এই বন্ বেয়াযিং ফ্রেমে ববারের চাকা লাগিয়ে নিয়ে দিখিজয়ে বার হলে, মোষগুলোও মনের আনন্দে গাড়ী টানে, তাদেরও কষ্ট কম হয়, চলেও জলদি আব রাস্তাও খাবাপ হয় না, এবং হটব হটব ঘটব ঘটব শব্দ বন্ধ ও ঘট ঘট ঘ্যাটাং ঘ্যাটাং কমলে আমবা আপনাবাও লুখা টিপতে টিপতে কিম্বা বিডি ফুঁকতে ফুঁকতে শ্রাশ্রাণাল ট্রান্সপোর্ট চড়ে যাওয়া আসা কবতে আর ভয় পাবো না। আবে মশাই, আমাব ও আপনার চৌদ্দপুরুষ তাই কবে গেছেন। তাঁবা বুঝি মানুষ ছিলেন না? না?

হেলেরা বেশ কাজ করছে, খুব কাজ কবছে। এই ক' মাসে তাদের মনও খুব ব'সে গিয়েছে। শবীরও তাদের ভালই আছে। আজ সেই দিনেব কথা মনে পড়েছে যখন এতগুলি বাপ মার হেলেকে নিয়ে আমরা প্রথম বার হয়েছিলুম।

ভাবনা—বিষম ভাবনা ছিল, ম্যালোগ্রাবীর। আমাদের সঙ্গে সামান্য সামান্য ওষুধ পত্র ছিল বটে, হোমিওপ্যাথি আর কুইনিনই তার মধ্যে বেশী, কিন্তু মনে ভরসা ছিল, ছাতিম গাছ, ছাতিম পাতা ও রস। যার তার প্রেসকুপসানু নয়, ধনুস্তরীকল্প খোদ বিধান রায়ের

পল্লী চলো।



ব্যবস্থাপত্র—ম্যালেরিয়া জ্বরে ছাতিমেব রস অব্যর্থ। পরীক্ষা ক'বে দেখা গেল, খাঁটি সত্যি। পল্লীগ্রামের লোক ছাতিমের পানে ফিবেও চাইতো না কখনও, সেই ছাতিমেব এত প্রতাপ দেখে প্রথমটা হকচকিয়ে গেল; তাবপর চোঁচিয়ে উঠলো, জয় বাবা তাবকনাথ বিধান ডাক্তার। তারকেশ্বরের তারকনাথ ঠাকুরই সবাইকে ওষুধ দেন, লোকে ভাগও হয়। তাই আমাদের মুখে বিধান বায় শুনে ধ'রে নিলে যে, তাবকনাথ বিধান ও রায এক। হরিবোল হরি।

আরও একটি ভীষণ দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়েছিল। এটি সত্যিই দুর্ভাবনা।

বাপ, মা, দাদা, কাকা, জ্যোতা, জেঠি, আত্মীয় স্বজন যে যেখানে ছিলেন, এক সঙ্গে সকলের শিরঃপীড়া, ভীষণ মাথা ব্যথা। হায হায, ছেলেগুলো ব'য়ে গেল গা। লেখা-পড়া, ইন্স্কুল-কলেজ, বই খাতা ছেড়ে ছুড়ে, হায, হায, গেল কিনা পল্লী মাতা উদ্ধাব কবতে। ছিঃ ছিঃ, কি দুবুন্ধি। পৃথিবী বসাতলে যায আব না যায। বকা-ঝকা, গালাগাল-মন্দ, রাগ-ঝাল, মান অভিমানের পালা প্রায় সব বাড়িতেই চললো। ছেলেদেব অসীম ধৈর্য্য, মুখ বুজে সব হজম করছিল। কিন্তু আমাদের—যাবা মোডল সেজেছি, তাদের মনের ভেতর একটু আধটু অস্বস্তি হয়েছিল, এট সত্যি কথা। মনের অগোচর ত পাপ নেই। অন্ধকাবে অজানায যে 'দিই লাক' করা হচ্ছে সেটা ত ঠিকই।

দুর্ভাবনা দূর হোল, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের উদার ঘোষণায়। সুপণ্ডিত ও দেশপ্রেমিক ভাইস চ্যান্সেলার খবরের কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দিলেন, ছেলে-মেয়েরা যদি নগরে বা পল্লীতে সামাজিক উন্নতিমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করে, তা'হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় নিচের এই সুযোগগুলি তাদের দেওয়া হবে :

ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্র বা ছাত্রী, ন্যূনকরে ৬ মাস পল্লীগ্রামের নির্ভার সঙ্গে কার্য্য করলে, তাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে ধরা হবে।

৬ মাসে তৃতীয় বিভাগ ; ৯ মাসে দ্বিতীয় বিভাগ ; ১২ মাসে প্রথম বিভাগে পাশ ব'লে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর পাঠ শেষ করে কেউ একাদিক্রমে ৬ মাস, এবং তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পাঠান্তে ৬ মাস একসঙ্গে কার্য্য করলে সার্টিফিকেট, ডিগ্রী (ডিপ্লোমা) দেওয়া হবে। ডিভিসন সম্বন্ধে আই-এ পরীক্ষা য, ৬, ৯, ১২ মাস এবং বি-এর বেলায় ৬ মাসে পাস কোর্স, ৯ মাসে অনার্স ও ২ মাসে 'হাট অনার্স'।

ছেলেবা' বড় বড় মোটা মোটা গোড়ের মালা নিয়ে 'ভাইস' প্রমথনাথকে প্রণাম করতে গেলো। তিনি বললেন, ভগবান তোমাদের ভাল বকন। বঙ্গদেশ যেন তোমাদের মা বলে পরিচয় দিতে গর্ব্ব বোধ করেন।

ছেলেদের উত্তম ও উৎসাহ দেখে আমি তাক্ হয়ে গেছি। ত্রিবেণী পর্য্যন্ত পাকা বাস্তা কবে ফেলেছে। আর সে বাস্তা কলকাতার রাস্তাব চেয়ে ঢেব ভাল। তারপর জয়নাল-টা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। গঙ্গা থেকে নালা নেটে জয়গাঁও ঘুঘিয়ে নালাটাকে আবার গঙ্গায় মিশিয়ে দিয়েছে, জয়গাঁওর সমস্ত জমির জল সেচ হচ্ছে ঐ নালা থেকে, মাছ ফেলেছে হাজার হাজার হাঁড়ী, নালাব দু'মুখে দু'টো লোহার দরজা ক'বে দিয়েছে—মাছ না বেরিয়ে যায়, ভবা জোয়াবে দরজা খুলে দেয়, ছুড় ছুড় করে জল ঢুকে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার মাছও ঢোকে নিশ্চয়—নইলে জয় নালায় বড় বড় মাছের ছুড়ুদুম বাইবের শব্দ হয় কি কবে? ঐ জয়-নালায় ছেলেবা ক'খানা সক্র সক লম্বা লম্বা 'ছিপ' ভাসিয়েছে, বিকেলে বাচ্ খেলে। বাচ্ দেখতে বিশখানা গ্রামের মেয়ে পুকষ ছেলে পুলে ভেঙ্গে পড়ে। কলকাতার ডাক্তার গৈলেন সিজী একবার বেড়াতে এসে আমাদের তৈবী আদর্শ পল্লী দেখে খুসী হয়ে এখানে একটা লাইব্রেরী ক'রে দিয়েছেন।

মুখুজ্জ মশাইরা ত্রিশ বছর, মজুমদার মশাইরা আটাশ বছর, মিত্র মশাইরা দশ বছর, মণ্ডলানা সাহেব সাত বছর, পালজাবা পাঁচ

বহুর দেশ ছেড়ে ভাগল-বা হয়েছিলেন। যেমন খবর শুনলেন, ম্যালোয়ারী মারা গেছে, তাঁরা একে একে দু'য়ে দু'য়ে গ্রামে এসে জমপেশ হতে লাগলেন। তাঁরা হলেন কবিত্বকর্মা লোক, টাকাওলা মানুষ, সেই যে কথাষ বলে না, হাত ঝাডলে পর্বত। এসেই একটা কাগজেব কল, একটা কাপডেব কল বসিয়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে বিজলী বাতি। শুধু বিজলী বাতি? না, গো, না। বিজলী হবামাত্র এক শ' একটা কটেজ ইনডাস্ট্রী শুরু হয়ে গেছে। হারু কর্মকাব ইলেক্ট্রি চাকে কাঠের কি সুন্দর সুন্দর খেলনা পুতুল যে তৈরী কবছে সে আর কি বলবো।

জয় ক্রথ ও জয় কটন মিল একদিনে তামাম বাজীমাৎ ক'রে দিচ্ছে, সেটা বলি শুনুন। তাবা বললে, মিল দু'টোতে যারা চাকরী কবাব, তাদের ভেতরই মিলের অংশ (শেয়ার) বিক্রী হবে। মাইন যে যা পাবে, সে ত পাবেই, তা ছাড়া লাভব অংশও তাদের, মালিকও তাবা। পাঁচ শ' সাত শ' লোক চাকরী কবতে এলো, তাবা দশ টাকা থেকে দু'তিন শ' টাকাব শেয়ার কিনে ফেলল। তাদের কেনা শেষ হ'লে, গ্রামেব লোকদেব ডাক পড়লো। গ্রামেব লোকও শেয়ার কিনলে—যে যা পাবলে। মাতবব মিত্র মজুমদার মুখুজ্জ মশাইরাও কিছু কিছু কিনলেন। কাজেই স্রেফ জয় গাঁওয়ের লোক আর মিলের কর্মগরীবাই মিল দু'টির মালিক হলেন। এখন বাকী বইলো একটি ছোট খাট সিনেমা আর একটা থিয়েটার। শৈলেন সিঙ্গী'ব “ববীন্দ্র নগর” দেখে এসে আমাদের ছেলেরা জয়গাঁওয়ের লোককে মাতিয়ে তুলেছে, ও দু'টো চাই। তারাও রব তুলেছে, আঙ্কে হ্যাঁ, চাই-ই ত। ‘পার্বসারথীর’ ওপর ভাব পড়েছে, প্রথম নাটক লেখবার; নাটকের নাম হবে “পল্লী-বাণী।” সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের কিন্তু সিনেমার ওপর ভালবাসা নেই। সিনেমা ছেলে-মেয়েদের মাথাগুলো চিবিয়ে খাচ্ছে। থিয়েটার অনেক ভাল।

সেই যে তিনটে কল (বুল ডোজার, ক্যারি অল, ট্রাক্টর)

ভারত গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে আনা হয়েছিল, তা এখন কেবল দিতে হবে। এখনকার মত কাজ ত হবে গেছে, পরে দরকাব পড়ে, আবাব আনা যাবে, তাব আব কি! এ ত ঘরের কথা। আমরা কলকাতায় যাচ্ছি লাট বাহাদুরকে বলতে, তিনি যেন কলকাতা ফিবিষে নিয়ে যাবাব ব্যবস্থা করবেন। আব—এই ‘আর’ নিয়েই মুশ্কিল। তা মুশ্কিল হোক আর যাই হোক বলতে ত হবেই। চোখ কান বুজে ব’লে ফেলাই ভাল।

স্বাধীন বঙ্গের লাট বাহাদুরকে আমাদের আদর্শ পল্লী ‘জয়গাঁও’ দেখতে যেতে হবে। আমরা দল বোঁধ লাট বাড়ীতে হাজির। লাটের সন্মুখে দাঁড়াতেই, লাট বাহাদুর বললেন, কি হে বাপু-সকল কি চাও?

আমরা বললুম, মহারাজ, ভবে ক’ব, না নির্ভয়ে ক’ব?

লাট বাহাদুর বললেন, নির্ভয়ে কহ শুন।

আমরা বললুম, মহারাজ, অল্পগ্রহ ক’বে আপনাকে আমাদের “জয়গাঁও” দেখতে যেতে হবে। কলকাতা থেকে সোজা পাল সাড়ক, আপনাব আশাক চক্র আঁকা মোটর না ন’ড়ে না-লাফিয়ে না-কোঁপে দিবি চলবে। মহারাজ, আমাদের জয় নালার ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পাল টাঙ্গানো ছিপ বেখেছি, লাট বাহাদুর জল ভ্রমণ করবেন ব’লে। আমরা পুকুরে পুকুরে মাছ, ঘরের ধাবে ধারে তরী তরকাবী, ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল করেছে। আমাদের নিজের ইলেকট্রিক, নিজের ইনডাসট্রি, আমাদের নিজের মিল, নিজের ইরিগেসন (সেচ)। মহারাজ, আমরা একদিকে যেমন বন কেটে সাফ করেছি, অতীতিকে তেমনিই হাজার হাজার ফলের চাবা গাছ আঙ্জছি, আইন কবেছি একটি গাছ যে কাটবে, আর একটি গাছ তাকে বসাতেই হবে, নইলে ফাইন (দণ্ড) হবে। আরও একটা দু’টো কাজ কবেছি মহারাজ, যা আপনি গিয়ে দেখলেই ভাল হয়।”

লাট বললেন, আহা বলই না বাপু সকল, শুন।

“মহারাজ, আমরা দু’টো ইঙ্কুল বসিয়েছি—একটা মাঠে আর একটা ঘবে। মাঠের ইঙ্কুলে হাতে নাতে কাজ আর ঘরের ইঙ্কুলে রাত্রে ব’সে, তাতে রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল কোর-আন্ থেকে গল্প পড়ান হয়। আর একটু আধটু অঙ্কও শেখাই ; তার বেশী কিছু নয়। আর—”

লাট হেসে বললেন, কি হে বাপু, থামলে যে।

‘আজ্ঞে মহাবাজ, অপরাধ নেবেন না ভবস দেন যদি, তবেই বলতে পারি।’

“ভরসা—ভরসা।”—লাট বাহাদুর ঠাঁকলেন।

আমরা বললুম, মহাধাজেব যেদিন পাযের ধুলো পড়বে, সেদিন আমরা ছত্রিশ জাত এক সামিযানার তলায় এক সঙ্গে পংক্তিভোজন করবো—বামুন, শূত্র, নবশাখ—হাঁড়ী, মুচি, ডোম, সাঁওতাল সব এক সঙ্গে ব’সে খাবো। যদি মুসলমান ভাইরা আসেন, তাঁরাও—

লাট জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তাঁরা কি আসাবন না বলেছেন ?

“ঠিক জানি নে মহারাজ। তবে তাঁরা গুঁই গাঁই কবছিলেন। আমরা কিন্তু চেঁচা ছাড়ি নি।”

লাট বললেন, বাপু সকল, নিশ্চয় তোমাদের “জয়গাঁও” দেখতে যাবে। তোমাদের সর্ব সম্প্রদায়ের পংক্তি ভোজনে খেতে বসতে না-ও পারি যদি, খাওয়া দেখতে পাববো—খাওয়া দেখতে আমি বডুই ভালবাসি।

“জয়হিন্দ। বন্দেমাতরম্।”

লাট বাহাদুর নমস্কার ক’বে ঘরে চলে গেলেন। লাটবাড়ীতে, লাটের সামনে জয় হিন্দ বন্দে মাতরম্ ক’রে টেঁচানটা বোধ হয় ভাল হয়নি, কিন্তু কি করবো, আমরা যে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছলুম। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বাইরে এসে কেউ কোথাও নেই দেখে আর একবার খুব জোরে জয়হিন্দ—বন্দে মাতরম্।

প্রস্তাবের আজাদ হিন্দের অঙ্গুর — ৩ আজাদ হিন্দ সরকার — ৩।।

নেতাজী স্বাধীনতা সেনাকে অবলম্বন করিয়া এই নিষিদ্ধ ও প্রচলিত হইয়াছে কিন্তু বিজয়রত্ন বাবুর এই বই হইয়াছে সমস্ত স্বাধীন সাহিত্যের মধ্যে স্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। "অঙ্গুর" গল্পকাটি, ইংরেজী ও উর্দুভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। "সরকার" চিত্র-বৈচিত্র্যে চিত্রকর্মকর্মী ও অধ্যাপক।

জিয়াব “ডে অফ ডেলিভারেন্স”, “গীরপূব পাচালী”,
 ভৌতিক “টু নেসন থিওরী” হইতে শুরু কবিতা অবিস্মরণীয়
 ও পৈশাচিক ১৬ই আগষ্টেব নরকসাহী কাণ্ড এবং ৩রা জুন
 ১৯৪৭এ ভাষত বিভাগ এবং খণ্ডিত বঙ্গের সবস, মধুর,
 কল্প করণ বলাপ্রিত অল্পম—অতুলন—অনবদ্য আলোণা

গ্রন্থকার প্রণীত

আমাদের বাঙ্গলা

..... ১ম ও ২য় পর্ব—প্রতি পর্ব—১৥০

কমলা বুক ডিপো।

কলিকাতা